জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সার : রাজ্য জুড়ে মৃত্যু

শুনানি আতঙ্কে রায়গঞ্জ এবং বারাসতে আত্মহত্যা ও মৃত্যু। ছিটমহলের নুর হোসেন মিয়া, অসুস্থ হয়ে মৃত্যু। বারাসতে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু রমজান আলির। নন্দীগ্রামের কাশীনাথ জানার মৃত্যু হয় অসুস্থ হয়ে ও রায়গঞ্জে আত্মহত্যা করেন বাবলু পাল

চড়ল তাপমাত্রা

বুধের পর বৃহস্পতিতে চড়ল পারদ। কলকাতায় তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি। শনিবারের পর থেকে আরও বাড়বে তাপমাত্রা। রাজ্যের ১১ জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। উত্তরে বজায় থাকবে কনকনে ঠান্ডা আবহাওয়া

যোগীরাজ্যে ইটভাটায় ধর্ষণ জ্বালিয়ে দেওয়া হল তরুণীকে

টোটো নথিভুক্তিকরণের সময় বেড়ে ৩১ জানুয়ারি করা হল

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২২৫ ● ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ২৪ পৌষ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 225 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 9 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ভোট চোর এখন ডেটা চোর

ভোট ঘোষণার আগেই দাঁত-নখ বের করল বিজেপি ● ভোরেই তৃণমূলের প্রচার সংস্থার অফিসে ইডির হানা ● ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে ● উদ্ধার দলের গুরুত্বপূর্ণ নথি ● ইডির বিরুদ্ধে এফআইআর ও মামলা

সেক্টর ফাইভে ইডির নির্লজ্জ হানা। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : ছাব্বিশের ভোটের দামামা বাজার আগেই নখ-দাঁত বের করে ফেলল বিজেপি। রাজনৈতিকভাবে বাংলার সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে না উঠে এজেন্সি-রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার ভোর থেকে প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার সংস্থা আইপ্যাক-কর্তা প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি এবং পরে সেক্টর ফাইভের অফিসে ইডি তদন্তের নামে নথি লুট করতে নামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সিপি মনোজ ভার্মা। তার কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী লাউডন স্ট্রিটে। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। দলের তথ্য-প্রযুক্তি নথি হাতিয়ে নিয়ে রাজনৈতিক লাভের জন্যই এজেন্সি লাগানো হয়েছে। প্রতিবাদে বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয় বিজেপির বিরুদ্ধে। ইডির বেআইনি তল্লাশির প্রতিবাদে প্রতীক জৈনের পরিবার থানায় এফআইআর করেছে এবং হাইকোর্টে মামলাও করা হয়েছে। শেক্সপিয়র থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে পুলিশ। পুলিশকে না জানিয়ে তল্লাশির কারণেই এই অভিযোগ দায়ের। ইডি এখনও সিজারলিস্ট দেয়নি। এবং এ-নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। (এরপর ৬ পাতায়)

দলীয় প্রচার সংস্থায় ইডির নির্লজ্জ হানার প্রতিবাদে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজার নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল। বৃহস্পতিবার উত্তর কলকাতায়।

আজ প্রতিবাদ মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আউট্রাম ঘাটে ট্রানজিট পয়েন্টে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে গিয়েও কেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঢেকে রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই জানান, আজ শুক্রবার এজেন্সি হানার বিরুদ্ধে পথে নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হবে হাজরা মোড়ে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা চোরের সরকার বিজেপি। ডেটা চুরি করছে। মিথ্যা মামলা করছে। আগে ছিল ভোটবন্দি আর নোটবন্দি, এবার লুট আর ঝুট। মানুষ প্রতিবাদ করবেন। নগরপালের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। মিছিল ৮বি, আনোয়ার শাহ, টালিগঞ্জ, রাসবিহারী হয়ে হাজরায় পৌঁছবে।

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— **‘দিনের কবিতা’**। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের **কবিতাবিতান** থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আজ্ঞা

ওদের কেউ নেই
ওরা বড় অসহায়
ওরা চলেছে বুভুক্ষের দল
সব হারিয়ে ওরা বেঁচে আছে
এটাই যেন ওদের সম্বল।

ওরা পথে ঘাটে ঘোরে
ওরা শ্রম ঝরায়
ওদের ঘ্রাণে ক্লান্ত সন্ধ্যা
দুঃখ ওদের অশ্রুনদী
ওদের অবজ্ঞা কোরো না।

ওরা না থাকলে সমাজ বৃথা
দুঃখ শোকের আকুল সাগরে
রাতদিন কাটে দুঃখ সয়ে
তবুও চলেছে ওরা এগিয়ে
ওদের জাগতে দাও।

ওরা আমাদের নয়তো পর
নাই বা থাকলো ওদের ঘর
ওরা যেন অবিচল
সব লড়াই-এর সব সাথী ওরা
ওরাই আসল বল।

অখিলেশ বললেন হার নিশ্চিত জেনেই তল্লাশি

প্রতিবেদন : ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সব গোপন নথি হাতাতে আইপ্যাকের দফতরে ইডি হানা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার সহযোগী সংস্থার সল্টলেকের অফিস ও কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতেও তল্লাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির। বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে এজেন্সির ভৃত্যের মতো আচরণে ক্ষুব্ধ দেশ জুড়ে বিরোধী দলের নেতারাও। সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের সাফ কথা, বাংলায় হার নিশ্চিত বুঝে ফের বিজেপির নির্দেশে ইডি-সিবিআই অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। এক্স মাধ্যমে অখিলেশ লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কাজ করা সংস্থা আইপ্যাক-এর দফতরে ইডি হানা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আইপ্যাকের সদর দফতরে পৌঁছেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে ফের সক্রিয় হয়েছে ইডি। বিজেপি যে বাংলায় পুরোপুরি হারছে, এটাই তার প্রথম প্রমাণ। বিজেপির অভব্যতার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন আপনেতা সঞ্জয় সিংও। সমাজমাধ্যমে তাঁর কটাক্ষ, এটা ভেনেজুয়েলা নয়, বাংলা। তৃণমূলের অফিস লুট লোকতন্ত্র নয়, লুটতন্ত্র। তাঁর মন্তব্য, যে-রাজ্যেই ভোট সে-রাজ্যেই ইডি। কিন্তু মোদি-শাহ কোনওদিনই (এরপর ৬ পাতায়)

দেশ জুড়ে শুরু প্রতিবাদের ঝড়

৩ মাস দিন, পরিযায়ীদের অভিষেক

মণীশ কীর্তনিয়া ● মালদহ

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম যদি হয় অমিত শাহ! বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা মাথায় রাখবেন। পারবে না ওরা। অন্য রাজনৈতিক দল ডিল করে নিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস করেনি। পরিযায়ী শ্রমিকদের আর ফেরত যেতে দেব না। আমাকে তিনমাস সময় দিন। কেন্দ্রের সরকার বদলাবে। আজ না হোক কাল। যারা বাংলাদেশি বলে আপনাদের জেলে ঢুকিয়েছে তাদের দিয়ে ক্ষমা চাওয়াব, আজ নয়তো কাল। বৃহস্পতিবার মালদায় পরিযায়ী শ্রমিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন কর্নাটক, তেলেঙ্গানাতে কংগ্রেস সরকার। মালদা (এরপর ৬ পাতায়)

মালদহে পরিযায়ীদের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

আজ ‘ভূতেদের’ সঙ্গে নিয়ে চা-চক্র

তাহেরপুর : আজ, শুক্রবার নদিয়ার তাহেরপুরে ভূতেদের সঙ্গে নিয়ে চা-চক্রে বসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রণসংকল্প সভা। সেখানেই চা-চক্র। কমিশন যাদের মৃত বলে ঘোষণা করেছে, সেই জীবিতদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। এর আগে বারুইপুরে ভূতেদের মঞ্চে তুলেছিলেন অভিষেক। কমিশন এঁদের মৃত বলে চালিয়ে দিয়েছিল। এরকম অনেক ভূত রয়েছে কমিশনের খাতায়। বাস্তবে জীবিত। আজ আবার গোটা বাংলা দেখবে নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের নমুনা! চা-চক্রে অভিষেক বসবেন সেই ‘ভূতেদের’ সঙ্গে।

নির্বাচন এলেই তদন্তের খেলা

প্রতিবেদন : নির্বাচন এলেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের খেলা। তদন্ত নিয়ে এতটুকু আপত্তি নেই তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু সারা বছর শ্মশানের নিস্তব্ধতা, আর ভোট এলেই জিজ্ঞাসাবাদ। মানুষ বুঝে গিয়েছেন বিজেপি দলটার ক্ষমতা নেই বাংলায়, ভরসা তখন এজেন্সি। আইপ্যাক তৃণমূলের প্রচার সহযোগী। সারা বাংলায় বিজেপির লোক নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটি বুথে বুথে কর্মী রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে আইপ্যাকের পরিকল্পনা। এই তথ্যভাণ্ডারটিকেই হাতে পাওয়ার জন্য এজেন্সিকে শিখণ্ডী করে বিজেপি তথ্য চুরিতে নেমেছে। বিজেপি শুধু ভুলে গিয়েছিল, এটা বাংলা এবং মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 January, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৭

সুন্দরলাল বহুগুণা (১৯২৭-২০২১)

এদিন জন্মগ্রহণ করেন। চিপকো আন্দোলনের স্লোগান ছিল 'হোয়াট ডু দ্য ফরেস্ট বিয়ার? সয়েল, ওয়াটার অ্যান্ড পিওর এয়ার'। চণ্ডীপ্রসাদ ভট্টর গড়ে তোলা সেই চিপকো আন্দোলন বহুগুণার নামের সঙ্গেই সমার্থক হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা। চিপকো আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা আর একটা স্লোগান, 'ইকোলজি ইজ পার্মানেন্ট ইকনমি', বহুগুণার স্বতন্ত্র অবদান। ১৯৮১-তে পদ্মশ্রী পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন । ২০০৯-এ অবশ্য পদ্মভূষণ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

২০০৪

সুবিনয় রায় (১৯২১-২০০৪)

এদিন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান 'জলের ঢেউয়ের তরল তান তুলে' মনের 'ভিতরদেশটাকে' ছুঁয়ে যায় বলে মনে করতেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

রামকৃষ্ণ রায় (১৯১৩-১৯৩৪)

এদিন মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর থানার জকপুরের বিখ্যাত রায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট থেকেই পরের উপকারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গান্ধী বা নেতাজি মেদিনীপুর এলে তিনি কর্মব্যস্ত। জেলাশাসক বার্জ খুনের চক্রান্তের নেতা হিসেবে ফাঁসি হয় রামকৃষ্ণ রায়ের।

১৯২৩

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)

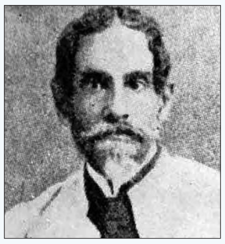

এদিন পরলোক গমন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর দ্বিতীয় পুত্র, রবীন্দ্রনাথের মেজো দাদা। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি (১৮৬৩ সালে) ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন।

হরগোবিন্দ খুরানা (১৯২২-২০১১)

এদিন অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই নোবেলজয়ী বায়োকেমিস্ট। প্রথম সিন্থেটিক জিন তৈরির কৃতিত্বের অধিকারী এই বিজ্ঞানী। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই ডিএনএ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন তিনি। ১৯৬৮ সালে মার্শাল ডব্লিউ নিরেনবার্গ ও রবার্ট ডব্লিউ হোলির সঙ্গে ফিজিওলজি ও মেডিসিনে নোবেল পান খুরানা। ১৯৬৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স পান তিনি। এর দু'বছর পর ১৯৬৮ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লুইসা গ্রস হরউতজ পুরস্কার জেতেন খুরানা।

১৯১৫

মহাত্মা গান্ধী

এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সহায়তা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করে। এর পর মে মাসে আমেদাবাদ সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন।

১৯৪৪

গোপেশ্বর পাল ওরফে জি পাল

(১৮৯২-১৯৪৪) এদিন প্রয়াত হন। কুমোরের ঘরে জন্মেও অন্য ছাঁদের ভাবনার জন্য নিজের মামাদের চক্ষুশূল তিনি। চিরকেলে পুতুল-শিল্পের আঙ্গিক থেকে পা বাড়িয়ে সেই তরুণ বয়সেই মাটির তালকে জীবন্ত করে তোলাই ধ্যানজ্ঞান করেছেন। প্রথম একচালা ভেঙে দুর্গা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের আলাদা প্রতিমা গড়া শুরু করেন তিনিই। জি পালের রামকৃষ্ণ বেলুড় মঠের মন্দিরে রয়েছেন।

১৮৮৪

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) এদিন ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আইনজীবী। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র তাঁর মেয়ে। তিনি অনর্গল রায়, অপ্রকাশ গুপ্ত, বৈকুণ্ঠ শর্মা, সত্যব্রত শর্মা প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

কর্মসূচি

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে বাংলার গৌরবময় ১৫ বছর নিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচিতে উপস্থিত পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, পুর পারিষদ সুবীর ঘোষ, পুরসদস্যা পৌষালি ভট্টাচার্য, পুরসদস্য রাজু পাড়ুই, শহর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি মহম্মদ মঞ্জুর-সহ নেতৃত্ব।

■ ইডির হামলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী সহযোগী সংস্থা আইপ্যাকের দফতরে। দলীয় প্রার্থী তালিকা-সহ গোপন তথ্য হাতানোর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিজেপি-ইডির চক্রান্তের বিরুদ্ধে ধিক্কার-প্রতিবাদ ডায়মন্ড হারবারে। ছিলেন বিধায়ক পান্নালাল হালদার, পুরপ্রধান প্রণব দাস, কো-অর্ডিনেটর সামিম আহমেদ প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১০

■	■	১	■	■	২		৩
■	৪		৫	■		■	
৬		■	৭				
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২					■	১৩	
	■		■	১৪	১৫		■
১৬			■	■		■	■

পাশাপাশি : ২. গদা বা মুগুর ৪. জীবন ৬. স্বল্প ত্রুটি বা দোষ ৭. শেষ সম্বল ৮. মোটা লাঠি, ডান্ডা ১০. রাজসভার পাত্রমিত্র ১২. লোকনিন্দা, অপযশ ১৩. মশাল ১৪. উপনিবেশ ১৬. (আল.) সংস্কৃত নাটকের পাঁচটি 'সন্ধি'র অন্যতম।

উপর-নিচ : ১. সৈন্যদল ২. একধরনের ধান ৩. বর্ম ৪. প্রথম পাতাল ৫. স্তূপ, ঢিবি ৯. গুণের হ্রাস ১০. লকেট ১১. আচ্ছাদন, চাঁদোয়া ১২. প্রত্যুত্তরমূলক ১৫. লম্পট, দুশ্চরিত্র।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০৯ : পাশাপাশি : ১. রোজনামচা ৪. ফুলেল ৫. গণ্ডস্থল ৬. কেতাবতি ৮. রাক্ষুসে ৯. মাফিয়ারাজ। **উপর-নিচ :** ১. রোলকল ২. নামনি ৩. চারণগীতি ৫. গরমজামা ৬. কেশরাজ ৭. সাঁজোয়া।

৮ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩০০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৯৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৯৪	৮৯.০২
ইউরো	১০৬.৩৪	১০৩.৮৩
পাউন্ড	১২২.৫৫	১১৯.৭৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শুভশ্রী গাঙ্গুলি

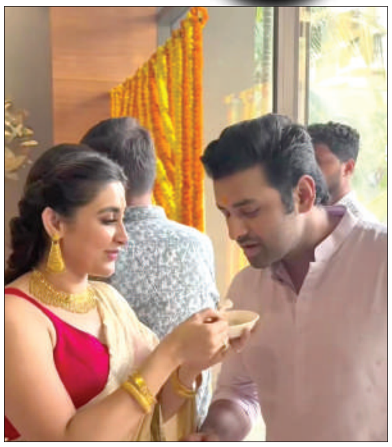

■ অঙ্কুশ, সঙ্গে ঐন্দ্রিলা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

9 January, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৯ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার

আউট্রাম ঘাটের মঞ্চ থেকে সাগর মেলার সূচনা

গঙ্গাসাগরে মুড়িগঙ্গা সেতু তৈরি হলে ইতিহাস হবে : মুখ্যমন্ত্রী

■ মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, কলকাতার সিপি মনোজ ভার্মা প্রমুখ। বৃহস্পতিবার আউট্রাম ঘাটে।

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি হলে ইতিহাস রচনা হবে। গঙ্গাসাগরে স্থায়ী সেতুর জন্য অনেক লড়াই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের কাছে দরবারও করেছেন। তবে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের কাছে হার না মেনে অবশেষে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকেই নিজের স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেছেন তিনি। শিলান্যাস করেছেন গঙ্গাসাগর সেতুর। সম্পূর্ণ রাজ্যের নিজস্ব টাকায় তৈরি হবে এই সেতু।

এদিন আউট্রাম ঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের নিন্দা করে বলেন, দশ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি। কুম্ভমেলায় সব টাকা দেয়, এখানে একপয়সাও দেয়নি। মানুষের জন্য আমাদের লড়াই জারি থাকবে। ৩৪টা ব্রিজ আমরা এদিক-ওদিক বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু গঙ্গাসাগরের উপর ব্রিজের দাবি ছিল। তার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ দরকার।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পিডব্লুডিকে দায়িত্ব দিয়েছি। ওরা টেন্ডার করেছে। টেন্ডার এলএনটিকে দেওয়া হয়েছে। ১৭০০ কোটি টাকা খরচ করে দু-তিন বছরের মধ্যেই ব্রিজ হয়ে যাবে। তখন ইতিহাস তৈরি হবে। আর জলে যেতে হবে না। গাড়ি করে যেতে পারবেন আপনারা। যেমন দিঘার জগন্নাথধাম বানিয়েছি। দুর্গা অঙ্গন বানাচ্ছি, এত সতীপীঠ তৈরি হয়েছে। সব ধর্মের জন্য আমরা কাজ করি। যারা ধর্মের নামে ঝগড়া করে ভাগাভাগি করে আমরা তাদের মানি না। সেটা ধর্ম না সেটা বিধর্ম।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গঙ্গাসাগর মেলার মতো বিশাল আয়োজন সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের অর্থেই পরিচালিত হয়। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে যাতায়াত—সব দায়িত্ব রাজ্য সরকারই বহন করছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এই সেতু তৈরি হলে গঙ্গাসাগর মেলায় যাতায়াত অনেক সহজ হবে এবং সাগরদ্বীপের সার্বিক উন্নয়নেও নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। কেন্দ্রের সহযোগিতা না মিললেও রাজ্য সরকার গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে এদিন ফের একবার স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথম দিকে এই প্রকল্পের বাজেট ছিল ১,০০০ থেকে ১,২০০ কোটি টাকার মধ্যে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০০ কোটিতে। সম্পূর্ণ হলে এটি হবে রাজ্যের নদীর উপর নির্মিত সবচেয়ে বড় সেতু।

কৃষক বন্ধু প্রকল্পে সুবিধা প্রদানের সূচনা

প্রতিবেদন : গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকেই কৃষক বন্ধু নতুন প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি রাজ্যের এক কোটি দশ লক্ষেরও বেশি কৃষক ও বর্গাদারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পর্যায়ে কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় মোট প্রায় ত্রিশ হাজার ৩৫ কোটি টাকা আর্থিক

সহায়তা কৃষক ও বর্গাদারদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে। চাষের খরচ মেটাতে এবং কৃষিকাজে স্থায়িত্ব আনতেই এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের কৃষক ও বর্গাদারদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কৃষিকাজকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

২৯টি ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য রাজ্যের

প্রতিবেদন : বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন স্বীকৃত রাজ্যের ২৯টি ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা দিল রাজ্য সরকার। মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এই সংস্থাগুলির জন্য। বৃহস্পতিবার গঙ্গাসাগর মেলার ট্রানজিট পয়েন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে এই আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন ক্রীড়াজগতের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে।

অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ক্রীড়া প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি দেশের দুই ঐতিহ্যশালী ফুটবল ক্লাবের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের হোঁচট খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, আমার ধন্যবাদ কলকাতার তিনটি ক্লাবকে—যাদের নাম নাকি দিল্লির স্পোর্টস মিনিস্টার ঠিক করে উচ্চারণই করতে পারেন না।

এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী নাম করে উল্লেখ করেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। তিনি বলেন, এই তিনটি ক্লাবই আইএসএল-এ অংশগ্রহণ করতে চলেছে এবং তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে শুভকামনা রইল। ''আমি চাইব, ওরা ভাল করে লড়াই করুক, জিতে আসুক, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য সরকারের এই আর্থিক সহায়তা এবং মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে ক্রীড়ামহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও ক্লাব সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করার বার্তাই এই মঞ্চ থেকে স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিহিংসার রাজনীতি, ইডিকে তোপ দাগলেন সাকেত ও মহুয়া

প্রতিবেদন : বিজেপির দলদাস কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বাংলা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে ইডির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন দুই সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাকেত গোখেল। ইডিকে তীব্র নিশানা করে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র জানিয়েছেন, ইডি রাজনৈতিক চুরি এবং গুপ্তচরবৃত্তি করেছে! মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ইডি হানার সময়ে নিজে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং দলের সম্পত্তি রক্ষা করেছেন, তা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত। চুরি-ডাকাতির সময় আত্মরক্ষার্থে একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় যেকোনও পদক্ষেপ নিতে পারেন। দশ বছরের পুরনো দুর্নীতিতে তদন্তের নামে আসলে ইডি তৃণমূলের স্ট্র্যাটেজি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চুরি করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে, তথ্য তুলে ইডিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের 'ব্যক্তিগত মাফিয়া' বলে নিশানা করে সাংসদ সাকেত গোখেল এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ইডি মামলার প্রায় ৯৮% বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। বাকি ২% হল বিজেপির নেতা। গত ১১ বছরে ইডি মোট ৫২৯৭টি মামলা দায়ের করেছে। আর বিচারের জন্য আদালতে নেওয়া হয়েছে মাত্র ৪৭ জনকে। ইডির তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ০.৭% অর্থাৎ প্রতি ১০০০টি মামলার মধ্যে মাত্র ৭টি মামলায় আসামিরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

9 January, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তথ্য চুরি

ভোট চুরির পর এবার তথ্য চুরি। তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বিজেপি তার শাখা সংগঠন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডিকে নামিয়ে ফেলল। এটা অবশ্য নতুন কোনও ষড়যন্ত্র নয়। বাংলার মানুষ এখন জেনে গিয়েছেন এবং বুঝে গিয়েছেন যে ভোট এলেই বিজেপি তার এজেন্সি নামের শাখা সংগঠনগুলিকে রাস্তায় নামাবে। তৃণমূলের প্রচার সহযোগী আইপ্যাককে দিয়ে শুরু হয়েছে। আগামী দু'মাসে আরও অনেক কিছু ঘটবে সেটা বলেই দেওয়া যায়। কিন্তু বিজেপি ভুলে গিয়েছিল এটা বাংলা এবং তার নেতৃত্বে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন তিনি দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী এবং সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তা আর একবার প্রমাণিত হল। তল্লাশির নামে আসলে তথ্য চুরির চক্রান্ত। সারা বাংলায় বিজেপির লোক নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটি বুথে বুথে কর্মী রয়েছেন। তার সঙ্গে রয়েছে আইপ্যাকের পরিকল্পনা। এই তথ্য ভাণ্ডারটিকেই হাতে পাওয়ার জন্য এজেন্সিকে শিখণ্ডী করে বিজেপি তথ্য চুরিতে নেমেছিল। এই তথ্য ভাণ্ডার, যা একান্তই তৃণমূল কংগ্রেসের তা নিজেদের জিম্মায় নেওয়ার অধিকার রয়েছে। গোটা দেশ তাকিয়ে দেখল বিজেপির এজেন্সি রাজনীতির বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হয়। চক্রান্তের বিরুদ্ধে কীভাবে রুখে দাঁড়াতে হয়। বাংলার মানুষ ইভিএমে এর জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

চামড়া কতটা মোটা হলে তবে বারবার এই বজ্জাতি করা যায়!

ওড়িশায় লাগাতার বাঙালি হেনস্থা এবং বাংলাদেশি তকমা সেঁটে পুশব্যাক চলছে। বীরভূমের সোনালি বিবি কিংবা অসমের নলপুরের সাকিনা বিবির ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাচ্ছে ডবল ইঞ্জিন রাজ্য ওড়িশায়। বাংলা ভাষায় কথা বলায় এবার প্রাণনাশ, দৈহিক অত্যাচার, ভাঙচুর কিংবা হেনস্থা নয়! 'বাংলাদেশি তকমা' সেঁটে একটা গোটা পরিবারকে 'পুশব্যাক'। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সময়ের বাসিন্দা এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা জীবিকার সন্ধানে ওড়িশায় চলে গিয়েছিলেন। ৬০-৭০ বছর ধরে 'স্থায়ী' বাসিন্দা হিসাবে ওড়িশায় থাকা ওই বাঙালি পরিবারের প্রবীণ কর্তা শেখ জব্বর-সহ ১৪ জন সদস্যকে গত ২৫ ডিসেম্বর নদিয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে জোর করে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে বিএসএফ। আধার, ভোটার, প্যান, ওড়িশা প্রশাসনের দেওয়া জন্ম শংসাপত্র, এমনকী ৭০ বছর আগের নামখানা ব্লকের জমির দলিল দেখানো সত্ত্বেও নিস্তার মেলেনি সংখ্যালঘু ওই পরিবারের। দু'দফায় প্রায় দেড়মাস জেল খাটিয়ে প্রবল শীতের রাতে দুগ্ধপোষ্য, মহিলা, শিশু ও নবতিপর বৃদ্ধা-সহ গোটা পরিবারকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হয়। তার আগে কেড়ে নেওয়া হয় তাঁদের আধার ও ভোটার কার্ড। বঙ্গভাষী ভারতীয় পরিযায়ী শ্রমিক সোনালি বিবিকে বাংলাদেশ থেকে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম তিনিও জানাচ্ছেন, এখন পরিবারটি কোথায় জানা যাচ্ছে না। দাবি করা হচ্ছে, বিজিবি ফেরত পাঠিয়েছে। কিন্তু সেটা তো বলবে বিএসএফ! তারাও তো কিছু জানাচ্ছে না। কী কেন্দ্র, কী ওড়িশা সরকার... কারও কোনও হেলদোল নেই! পুশব্যাক করা ওই বঙ্গভাষীরা এখন কোথায়, তার কোনও খোঁজ নেই। চলছেটা কী! এই বিজেপি বিদায় হোক। বিজেপি-মুক্ত দেশ জাগুক। তবে সেই দেশ গড়ার ব্যাপারে রাম-বাম-শ্যামেদের ওপর নির্ভর করে থাকলে ভুল হয়ে যাবে। থানের আম্বেরনাথ পুরসভায় একনাথ সিন্ধের শিবসেনাকে কোণঠাসা করতে ও গদি আঁকড়ে রাখার জন্য চিরশত্রু কংগ্রেসের 'হাত' ধরল বিজেপি। আকোলা জেলার একটি পুর বোর্ড গঠনে গেরুয়া শিবির জোট বাঁধে মিমের সঙ্গেও। সুতরাং, এরা যে চোখের আড়ালে সবাই একজোট সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

— **দিশারী ঠাকুর, গড়িয়া, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পদ্মে টিপলে বোতাম এমন ফলই পেতাম

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়নি। কিন্তু বাংলা-বিরোধী দিল্লির জমিদারদের স্যাঙাত বাহিনী মিডিয়ার একাংশের সাহায্যে মাঠে নেমে পড়েছে মানুষকে ভুল বোঝানোর কাজে। এই অপচেষ্টা সফল হতে দেওয়া যাবে না। রাম-বাম-শ্যামদের ভোট দেওয়ার কথা মানুষ যাতে দুঃস্বপ্নেও না-ভাবেন, সেজন্য দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক সৈনিকদের পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় মানুষকে বোঝাতে এখনই নেমে পড়তে হবে। গলির মোড়ে পথসভা করে হোক, রোজকার ট্রেন সফরকালে হোক, কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডায় হোক, ছোট বড় সব জমায়েতে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে একটাই বার্তা, কাল্পনিক নজির টেনে নয়, একেবারে ঘটমান বর্তমান দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ও যুক্তি সহকারে, যে, বাংলার গরিব ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থরক্ষায় জোড়া ফুলে বোতাম টিপতেই হবে। রাম-বাম-শ্যামকে ভোট দেওয়া মানেই আগামী দিনে গরিব ও প্রান্তিক বাঙালির সর্বনাশ করা। রাজ্যকে বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে বাঁচাতে দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করতেই হবে আমাদের। রাজ্যের গরিব ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ রক্ষার এটাই একমাত্র উপায়। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

বুঝতে পারা গিয়েছিল, লোক ঠকানোর কারবার ফেঁদেছে। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি, এত সোজাসুজি ঘটবে, সেটা বোঝা যায়নি।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার ঠিক ১০ দিন আগে একটা চমক নিয়ে হাজির হয়েছিল শাসক বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। একেবারে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের মহিলাবান্ধব প্রকল্প, দেশে বিদেশে প্রশংসিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের স্টাইলে প্রত্যেক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

ভোট ঘোষণার পরও টাকা দেওয়া বন্ধ হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা নির্বাচন ঘোষণার পর প্রকল্প ঘোষণা আসলে নির্বাচনে বিধিভঙ্গ, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিষয়টি নিয়ে সরব হলেও আমল দেয়নি নির্বাচন কমিশন। বরং এই মাস্টারস্ট্রোকেই নাকি মহিলাদের ভোট নিজেদের ঝুলিতে পুরে নিয়েছিল হইহই করে জিতেছিল বিজেপি-জেডিইউ। নীতীশ-মোদির অশুভ জোট। নীতিহীন গাটবন্ধন।

কিন্তু নির্বাচন মিটে যেতেই বন্ধ করে দেওয়া হল 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'য় নাম অন্তর্ভুক্তির কাজ। পোর্টালে নতুন করে আর আবেদন করা যাচ্ছে না। ফলে মহিলাদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রকল্পকও যে মোদির 'নয়া জুমলা' সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বিহারবাসী।

নির্বাচনে জেতার পরই যারা ওই প্রকল্পে তালা লাগিয়ে দিয়েছে, বন্ধ করে দিয়েছে আবেদন জানানোর পোর্টালও, সেই বিজেপি আরও একবার সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিল। তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করল। নরেন্দ্র মোদি স্রেফ লোক ঠকানোর রাজনীতি করেন, সেটা পুনরায় প্রমাণিত হল। এই প্রবঞ্চনার জন্য ভারতের জনতা যেন কখনওই মোদি-নীতীশকে ক্ষমা না করেন, এই অনুরোধ আপামর ভারতবাসীর কাছে রইল।

সরকার যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করে, তা সবার জন্য। সেই কারণে সরকারের দায়বদ্ধতা থাকাটা জরুরি, এরকম প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু বিজেপি-জেডিইউ জোট শুধুমাত্র ভোটের জন্যই যে এই প্রকল্প চালু করেছিল, তা আজ যখন গোটা দেশের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন বোঝাই যাচ্ছে, ওরা টাকা ছড়িয়ে মা -

বোনদের ভোট কিনতে নেমেছিল। আর মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সংঘী জ্ঞানেশ কুমার তাদের সে কাজে পুরো মদত জুগিয়েছেন। কার্যত ওরা মা'দের অপমান করেছে। আর নির্বাচনের পরে বিহারে যেভাবে বুলডোজার সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, তাতে স্লোগান উঠেছে, ভোটের আগে ১০ হাজার, ভোটের পরে বুলডোজার। সন্দেহ নেই, যদি আমরা বাংলার মানুষ, গত বিধানসভা ভোটে পদ্মফুলে ছাপ দিতাম, তাহলে এভাবেই ফেঁসে যেতাম।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যদি করি ওই ভুল, তবে বিপদে পড়ব বিলকুল।

সুতরাং, সতর্ক থাকতেই হবে। রাম-বাম-শ্যামকে একটি ভোটও নয়।

সংঘী জ্ঞানেশ কুমারের বিজেপি সহায়ক মেশিনারি কিন্তু এ-রাজ্যে এখনও সক্রিয়। সেজন্যই কোনওরকম লিখিত নির্দেশিকা ছিল না, ছিল না প্রোটোকল-ম্যানুয়ালও, ট্রায়াল বা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ পর্যন্ত করে দেখা হয়নি। অথচ রাতারাতি ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাছাইয়ে ব্যবহার করা হল সেই সফটওয়্যারই। আর তাতেই বাংলায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে 'সন্দেহভাজন' হিসাবে চিহ্নিত করেছে সংঘী জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশন। শুধু তা-ই নয়, এটির দৌলতেই মধ্যপ্রদেশে অন্তত ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ভোটারের নাম উঠেছে সন্দেহজনক তালিকায়। প্রশ্ন উঠছে, এসআইআরের মতো একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে কোনও নির্দেশিকা ছাড়াই এমন 'রহস্যজনক' সফটওয়্যার ব্যবহার হল? ব্যবহারের ছাড়পত্রই বা দিল কে?

খসড়া তালিকা প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ আগে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সন্দেহভাজন ভোটারদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে কমিশন। কিন্তু তার আগে সেটি একবারও পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, বিহারে সন্দেহজনক ভোটার চিহ্নিত করতে এই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহারের খবর নেই। এসআইআরের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহলে কী ভিত্তিতে এটি ব্যবহার করা হল? তাছাড়া তালিকায় নাম থাকা কোনও ভোটারকে 'সন্দেহজনক' হিসাবে চিহ্নিত করা বা তাঁর ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগে 'ফিল্ড ভেরিফিকেশন' বা সরেজমিনে তদন্ত করাটাই আইন। কিন্তু কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থা তা না করে, একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে কীভাবে ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে? তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিছু দিন পর অন্তত ৪২ লক্ষ ভোটারকে সন্দেহভাজন তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দিনকয়েকের মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক ভোটারকে কোন পদ্ধতিতে এবং কিসের ভিত্তিতে সন্দেহ তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হল? ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে কমিশন!

এসআইআর শুরুর অনেক আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বলতে শোনা গিয়েছিল, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে শেষ এসআইআরের সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকার ম্যাপিংয়েই অর্ধেক সমস্যার সমাধান হবে। নাগরিককে নয়, কমিশনই ভোটারকে চিহ্নিত করে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু বাস্তবে এহেন বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টোপথে হেঁটেছে কমিশন। এখন সফটওয়্যার-চিহ্নিত ব্যক্তিদেরই প্রমাণ করতে হবে, তাঁরা ভারতীয় ভোটার!

কোনও ভোটারকে সন্দেহজনক মনে হলে, ইআরওদের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ হওয়াটাই দস্তুর। ইআরওরা সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত করে সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু বাস্তবে আধিকারিকদের তেমনটা করতেই দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের হাত থেকে এই ক্ষমতা কার্যত ছিনিয়ে, একটি রহস্যজনক সফটওয়্যারে ভরসা রাখল কমিশন। ফল স্বরূপ এখন প্রশ্নের মুখে কয়েক কোটি ভোটারের ভবিষ্যৎ!

এই কমিশনের বিরুদ্ধে, গর্জে উঠুন দিকে দিকে।

ভিন রাজ্যের নির্যাতনে মানবিক আশ্বাস

পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে অভিষেক

মণীশ কীর্তনিয়া • মালদহ

রামেশা বিবি, রফিকুল ইসলাম, এসরাউল শেখ, বিনয় বেসরা, আনিকুল শেখ ও আমির শেখ— নামগুলো এক-একটি জীবনের লড়াইয়ের দলিল। জীবিকার সন্ধানে কেউ ওড়িশা, কেউ মুম্বই, আবার কেউ দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভিন রাজ্যে গিয়ে বাংলায় কথা বলার অপরাধে তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে অকথ্য অত্যাচার, অপমান এবং পুলিশি হয়রানি। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে আমির শেখের সঙ্গে—তাঁকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া হয়, যা মানবাধিকারের প্রশ্ন তোলে।

এই প্রেক্ষাপটে মালদহের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে এক বিশেষ সভার আয়োজন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতার গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা নিজের কানে শোনেন। নির্যাতনের কাহিনি শুনে স্পষ্ট বার্তা দেন— পরিযায়ী শ্রমিকেরা একা নন, রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে। সভা শেষে মানবিকতার এক অনন্য ছবি ধরা পড়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে মধ্যাহ্নভোজন সারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, মাছ, দু’ধরনের সবজি ও মিষ্টি। পেটভরে খাওয়ার পাশাপাশি মন ভরে যায় ভরসায়। এই মানবিক উদ্যোগে খুশি ও আশ্বস্ত পরিযায়ী শ্রমিকেরা।

প্রাথমিকে নিয়োগ : অত্যাধুনিক শব্দ বিরোধী ঘরে হবে ইন্টারভিউ

প্রতিবেদন : প্রাথমিকে নিয়োগের জন্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। এবার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ইন্টারভিউ কক্ষকে আরও অত্যাধুনিক করে তোলা হচ্ছে। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েছেন, শব্দ বিরোধী ঘরে হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। এর ফলে বাইরের কোনও শব্দ যেমন ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না, তেমন ভেতরের কোনও শব্দও বাইরে বেরোবে না। এই অত্যাধুনিক কক্ষকে বলা হচ্ছে ‘স্টেট অফ দ্যা আর্ট কিউবিক্যাল’।

পর্ষদ সভাপতি জানাচ্ছেন, গোটা ঘর জুড়ে থাকবে বেশ কিছু আধুনিক ক্যামেরা। যা গোটা ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াকে বন্দি করবে। এরপর সেই ভিডিওগ্রাফি সংরক্ষিত করা হবে। প্রত্যেক কিউবকলে তিনজন করে বসবেন যাঁরা ইন্টারভিউ নেবেন। এইরকম কুড়িটি কিউবকল থাকবে। প্রত্যেকের কাছেই আলাদা আলাদা ল্যাপটপ থাকবে। এই তিনজনের মধ্যে কেউই প্রার্থীদের নম্বর বা মেধা নিয়ে অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারবেন না। প্রার্থীর তথ্য যাচাই, ইন্টারভিউ বা ক্লাস ডেমোস্টেশন-এর নম্বর দেওয়া হবে অনলাইনে।

প্রাথমিকে মোট শূন্যপদ রয়েছে ১৩৪২১টি। এর মধ্যে দু'দিন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির জন্য ইন্টারভিউ হয়েছে। তখন অবশ্য পুরনো ঘরেই ইন্টারভিউ হয়েছে। তবে জানুয়ারির শেষে আবার যখন ইন্টারভিউ শুরু হবে তখন এই অত্যাধুনিক শব্দ বিরোধী ঘরেই সেই ইন্টারভিউ হবে বলে জানা গিয়েছে। একসঙ্গে ১৫০০ থেকে ২৫০০ প্রার্থীর তথ্যযাচাই বা ইন্টারভিউ নেওয়া যাবে এই ঘরে।

মেয়াদ বাড়ল এসএসসি চেয়ারম্যানের

প্রতিবেদন : আরও ছয়মাস কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের। আগামী ১১ জানুয়ারি তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যেহেতু এখনও একাদশ-দ্বাদশ এবং নবম-দশম শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়নি তাই কোনওরকম জটিলতা এড়াতে কাজের সময় বাড়ানো হল। কমিশন সূত্রে খবর, এই সময় সিটি কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকেও অবসর নিচ্ছেন তিনি।

আজ সভা অভিষেকের

প্রতিবেদন : আজ, শুক্রবার ‘আবার জিতবে বাংলা’-র ষষ্ঠদিনে নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগণায় কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন প্রথমে বেলা ১২টায় রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের নেতাজি পার্কে রণসংকল্প সভা করবেন অভিষেক। তারপর সেখানেই দুপুর দেড়টা নাগাদ এসআইআরের খসড়া তালিকায় ‘মৃত’ বলে চিহ্নিত দশজন বৈধ ভোটারের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হবেন। তারপর বিকেল ৪.১৫টা নাগাদ বনগাঁর ঠাকুরনগরে ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শনে যাবেন সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ঠাকুরবাড়িতে পুজোও দেবেন তিনি। এর আগে বৃহস্পতিবার মালদহে তিনি পরিযায়ী শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

নারী চরিত্রের জটিলতা মাপতে আজ বড়পর্দায় অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা

প্রতিবেদন : কথায় বলে না ‘স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যা’। যুগে যুগে এই প্রবাদ লোকের মুখে মুখে ফেরে। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি নারী চরিত্র এতটাই জটিল যে কেউ বুঝতে পারে না! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে যেতে হবে প্রেক্ষাগৃহে। কারণ আজ মুক্তি পাচ্ছে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার ছবি ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’। প্রযোজক, অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার বছরের প্রথম ছবি রিলিজ এটা। ছবির পরিচালক সুমিত সাহিল। কমেডি ঘরানার এই ছবির গল্পের নায়ক ঝন্টু। যে নিজে যথেষ্ট চৌকস হলেও তার প্রেমিকা এবং আশপাশে থাকা নারীদের সে কখনওই বুঝে উঠতে পারে না। এই নিয়েই ঘটবে নানান কিছু, এগোবে গল্প। সিনেমায় অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলা ছাড়াও রয়েছেন দেবরাজ ভট্টাচার্য, প্রদীপ রায়, নবনীতা সহ আরও অনেকে।

রাজ্য
9 January, 2026 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআরের শুনানিতে প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রাহ্য হবে না ডোমিসাইল সার্টিফিকেট। জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

স্টুডেন্ট উইকের শেষ দিনে আরও ৮ লক্ষ ৫০ জনকে ট্যাবের টাকা

প্রতিবেদন : স্টুডেন্ট উইকের শেষ দিনে একাদশ শ্রেণির ৮ লক্ষ ৫০ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা পৌঁছে দেওয়ার ঘোষণা করা হল। একইসঙ্গে এদিন জাতীয় স্তরের স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া ১৯৭ জন পড়ুয়াকেও পুরস্কৃত করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় এবার বাংলার স্থান সপ্তমে।

এদিনের সল্টলেকের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারে অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, স্টুডেন্ট উইক সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শুধু খেলাধুলায় ভাল ফল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা নয়, 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব বা মোবাইল কেনার টাকাও তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। মোট ৮ লক্ষ ৫০ জন পড়ুয়াকে ট্যাব দিতে সরকারের খরচ হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষার পড়ুয়া রয়েছে ৪০ হাজার জন।

জাতীয় স্তরের স্কুল প্রতিযোগিতায় ৪১টি বিভাগের মধ্যে বাংলার পড়ুয়ারা ২৯টি বিভাগে যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে ২৫ জন পড়ুয়া স্বর্ণপদক পেয়েছে। এছাড়াও মোট ২৭৭টি পদক জিতেছে রাজ্যের পড়ুয়ারা। জয়ীদের পদকের উপর ভিত্তি করে যথাক্রমে ১৫০০০, ১০০০০ ও ৭০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

স্টুডেন্টস উইক ২০২৬-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, বিনোদ কুমার, অনুপ কুমার আগরওয়াল প্রমুখ। বৃহস্পতিবার ইজেডসিসিতে।

ওড়িশা থেকে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে ১৪ জন বাঙালিকে পুশব্যাক

প্রতিবেদন : ফের বাংলা বলায় 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক! ডাবল ইঞ্জিন ওড়িশার 'স্থায়ী বাসিন্দা' দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোটা পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাক! জীবিকাসূত্রে প্রায় ৬০-৭০ বছর ধরে ওড়িশায় বাস করা নামখানার বাঙালি পরিবারের ১৪ সদস্যকে গত ২৫ ডিসেম্বর নদিয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে বিএসএফ! ঠিক যেমনটা হয়েছিল বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা সোনালি খাতুনের সঙ্গে।

জানা গিয়েছে, নামখানার মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের একসময়ের বাসিন্দা প্রবীণ শেখ বব্বরের পূর্বপুরুষ জীবিকার খোঁজে ওড়িশায় চলে গিয়েছিলেন। জগৎসিংপুর জেলার এরসামা থানার অম্বিকা গ্রামে দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে বসবাসকারী ওই পরিবারকে গত নভেম্বরের মাঝামাঝি 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক করে গেরুয়া পুলিশ। আধার, ভোটার, প্যান, ৭০ বছর আগের নামখানার জমির দলিল কিংবা ওড়িশা সরকারের দেওয়া জন্ম শংসাপত্র দেখিয়েও ছাড় মেলেনি। প্রায় দেড়মাস জোরজবরদস্তি জেল খাটানোর পর সমস্ত নথি কেড়ে নিয়ে গত ২৫ ডিসেম্বর প্রবল শীতের রাতে প্রবীণ, শিশু, মহিলা-সহ পরিবারের ১৪ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয় বিএসএফ। পরদিন ভোরেই তাঁদের গ্রেফতার করে বিজিবি। বাংলাদেশের কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি, ওই ১৪ জনের পরিবার 'ভারতীয়' বুঝে দুদিন পরই তাঁদের বিএসএফের হাতে তুলে দিয়েছে বিজিবি। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি!

উন্নয়নের পাঁচালি : দুয়ারে মহিলা টোটো চালক

সংবাদদাতা, বসিরহাট : সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে টোটো চালিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার সারলেন মহিলারা। রাজ্যে ১৫ বছরের উন্নয়নের বার্তা নিয়ে দুয়ারে হাজির তৃণমূলের প্রমীলা বাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত শহর বসিরহাট তথা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় তৃণমূলের প্রমিলা বাহিনীর এই অভিনব উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে।

বাড়ল তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : শহর কলকাতার তাপমাত্রা খানিকটা বাড়লেও এখনও স্বাভাবিকের নিচেই রয়েছে পারদ। বৃহস্পতিবার পারদ উঠেছিল ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি কম। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে পরের দু'দিনে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গ একইরকম থাকবে। জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচদিনে খুব বদলাবে না। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে মেদিনীপুর ১০ ডিগ্রি, হাওড়া ৯ ডিগ্রি, সল্টলেক ১১ ডিগ্রি, দিঘা, ডায়মন্ড হারবার ১০ ডিগ্রি, পুরুলিয়া ৯ ডিগ্রি, মুর্শিদাবাদ ৮ ডিগ্রি, দার্জিলিং ৩ ডিগ্রি, কালিম্পং ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তর কলকাতার খাদি মেলার সূচনায় মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। রয়েছেন কল্লোল খান, পূজা পাঁজা, রঞ্জি সিং, মৃদুল হালদার-সহ বিশিষ্টরা। বৃহস্পতিবার।

যাদবপুরের গড়ফায় ১০৪ নং ওয়ার্ডের বিবি-১ খালে স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন-এর শিলান্যাসে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মেয়র পারিষদ তথা স্থানীয় বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, কাউন্সিলর ও বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

জেনেই তল্লাশি

(প্রথম পাতার পর) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভোটের লড়াইয়ে জিততে পারবেন না। তীব্র নিন্দা করে পিডিএফ নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, নির্বাচনের মুখে বিজেপির হতাশার প্রতিফলন ইডির এই অভিযান। আর কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভি বলেছেন, ইডি এখন রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে। কারণ তারা তথ্য, সত্য বা বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপির শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে।

৩ মাস দিন, পরিযায়ীদের অভিষেক

(প্রথম পাতার পর) দক্ষিণের সাংসদ কংগ্রেসের। এদের থেকে কী আশা করেন? ইশা খান কি পারে না সেখানে ফোন করে বলতে তার জেলার মানুষকে হেনস্থা করছে? যারা এখানের মানুষদের বোকা ভাবে তারা ভুল করছে। অনেকে কাউকে কাউকে দাঁড় করিয়ে করিয়ে মন্দির-মসজিদের রাজনীতি করছে। মানুষ কিন্তু বোকা নয়। সব বুঝছে। মানুষকে সাহায্য করে না বলেই, কংগ্রেস হারে বিজেপির কাছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস হারায় বিজেপিকে। প্রধানমন্ত্রী আসছেন এখানে। আমি সেই একই মাঠে সভা করব ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। সেদিন ট্রেলার দেখাব। আর ২৬-এর ভোটে সিনেমা দেখাব। তৈরি থাকো। মেঘালয়ে আমরা লড়তে গিয়েছিলাম। ওখানে আমরা এখন বিরোধী দল। কংগ্রেসের যারা জিতেছিল তারা বিজেপিতে চলে গেছে। আমাদের কেউ যায়নি। বাংলায় ভাঙতে পারছে না। এদিন মঞ্চেই পরিযায়ী শ্রমিকদের মুখে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শোনেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

নিউটাউন ও ওয়েলিংটনে জোড়া আগুন, বিপুল ক্ষতি

প্রতিবেদন : লক্ষ্মীবারের শহরে জোড়া অগ্নিকাণ্ড। একদিকে, সাতসকালে নিউটাউনের বহুতলে আগুন। আবার বিকেলে ওয়েলিংটনের ভুটিয়া মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড। দুটি ঘটনাতেই দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে দমকল। কোনও জায়গাতেই হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ নিউটাউনের থাকদাঁড়ি এলাকায় একটি পাঁচতলার বহুতলে আগুন লাগে। বহুতলে একাধিক সংস্থার অফিস রয়েছে। খবর পেয়ে দুই দফায় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে আগুনের

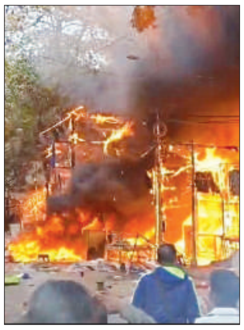

সূত্রপাত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান। অন্যদিকে, এদিন বিকেলে ওয়েলিংটনের ভুটিয়া মার্কেটেও আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। কিন্তু কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ ভুটিয়া মার্কেটে আগুন দেখা যায়। শীতবস্ত্রের ভাণ্ডার থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে আকাশ। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় এখানে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু বেশ কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিপুল অঙ্কের ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভোট চোর এখন

(প্রথম পাতার পর)
লাউডন স্ট্রিট থেকে মুখ্যমন্ত্রী যান সেক্টর ফাইভের অফিসে সেখানে তাঁর নির্দেশেই দলের বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অমিত শাহর নির্দেশেই এই তল্লাশি। দলের প্রার্থী তালিকা, বুথকর্মীর তালিকা-নাম-ফোন নম্বর, হার্ডডিস্ক এবং পার্টির স্ট্র্যাটেজি-সংক্রান্ত নথি চুরি করতেই দু'জায়গায় হানা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ভোটের আগে দলীয় প্রার্থীদের নথি নিতে চাইছে। এটা কোন ধরনের রাজনীতি? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সিপি ও ডিসি (সাউথ) ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেভাবে অমিত শাহ দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন, সেটা চলতে পারে না। দলের নথি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র? রাজনৈতিক লড়াইয়ের বাইরে গিয়ে বাংলার মানুষের উপর আঘাত। প্রথমে বঞ্চনা, তারপর বাংলার মানুষের নাম দেখলেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া! এসআইআর করেও বিজেপি ব্যর্থ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নামিয়েছে। লক্ষ্য, তাদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নথি হাতিয়ে নেওয়া। পুরোটাই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আইপ্যাকের কর্মীদের সঙ্গে প্রতিদিন কথা হয়। সেইসব তথ্য থাকে দফতরে। কিন্তু নামমাত্র অভিযোগের কথা বলে যে তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি তাতে সেইসব দলীয় তথ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আইপ্যাক কর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিয়ে যাওয়ার পরে ইডি ছেড়ে দেয়। সূত্রের খবর, কিছুই না মেলার কারণে ইডি এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এজেন্সি দিয়ে বিজেপি বাংলায় লুট চালাবে। আর বাংলার মানুষ চুপ করে বসে থাকবেন, এটা চলতে পারে না। বৃহস্পতিবার অমিত শাহর নির্দেশে এজেন্সি যা করেছে তাতে তাদের গণতন্ত্রের হত্যাকারী ছাড়া কিছু বলা যায় না।

করণদিঘিতে পম্পা পালের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিলে কর্মীরা

কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রতিহিংসার প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলা

■ উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিবাদের নেতৃত্বে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

■ খড়দহে সভায় বক্তা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আছেন জেলার নেতৃত্ব-সহ দলীয় কর্মীরা।

■ হাওড়ায় অরূপ রায়, নিলয় ঘোষাল, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়।

■ ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিবাদে কুণাল ঘোষ, অয়ন চক্রবর্তী প্রমুখ।

■ উলুবেড়িয়ায় পুলক রায়ের নেতৃত্বে মিছিল।

■ দক্ষিণ হাওড়ায় নন্দিতা চৌধুরি, সৈকত চৌধুরি প্রমুখ।

■ হাজরায় বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার প্রমুখ।

■ ঘোজাডাঙা সীমান্তে ধিক্কার-মিছিলে নেতা-কর্মীরা।

■ মেচেদা মোড়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ বসিরহাটে সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী-সহ অন্যরা।

■ আলিপুরদুয়ার শহরে প্রতিবাদ-মিছিলের সম্মুখে প্রমীলা বাহিনী।

■ ডোমজুড়ে কল্যাণ ঘোষ, তাপস মাইতিদের প্রতিবাদ-মিছিল।

রাজ্য

9 January, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খড়্গাপুরে টায়ার জ্বালিয়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রতিহিংসার প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলা

■ গোয়ালপোখরে মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর নেতৃত্বে প্রতিবাদ।

■ চেতলার ৮২ নং ওয়ার্ড অঞ্চলে প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে মেয়র-মন্ত্রী তথা স্থানীয় কাউন্সিলর ফিরহাদ হাকিম।

■ ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ।

■ জাঙ্গিপাড়ায় স্নেহাশিস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রতিবাদে পথে।

■ কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে বালি কেন্দ্রে প্রতিবাদ মিছিল।

■ সিউড়িতে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল।

■ নানুরে কাজল শেখের নেতৃত্বে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল।

■ প্রতিবাদে কার্তিক মান্না, আনোয়ার প্রমুখ।

■ পিংলায় পথে সেক সবেরাতি-সহ দলের কর্মী, সদস্যরা।

■ শেওড়াফুলিতে অরিন্দম গুঁইয়ের নেতৃত্বে মিছিল।

■ অলকানন্দা দাস ও স্বরাজ নস্করের নেতৃত্বে প্রতিবাদ।

■ হাড়োয়ায় প্রতিবাদে দলীয় নেতৃত্ব।

বারুইপুরে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অসিতবরণ প্রমুখ

কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রতিহিংসার প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাংলা

■ দুর্গাপুরে প্রদীপ মজুমদারের নেতৃত্বে ধিক্কার মিছিল।

■ পানিহাটিতে নির্মল ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিবাদ।

■ লিলুয়ায় ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, পল্টু বণিক-সহ কর্মীরা।

■ ইটাহারে মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকরা।

■ বোলপুরে ধিক্কার মিছিলে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, অনুব্রত মণ্ডল প্রমুখ।

■ স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে এন্টালিতে মিছিল।

■ কুলতলিতে গণেশচন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রতিবাদ সভা।

■ ফুলবাড়িতে জেলা নেতৃত্বের প্রতিবাদ মিছিল।

■ রায়গঞ্জে প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস।

■ পুরুলিয়ায় শান্তিরাম মাহাতো-সহ নেতৃত্ব।

■ মগরাহাটে বিধায়ক নমিতা সাহা, সেলিম লস্কর প্রমুখ।

■ হিঙ্গলগঞ্জে শরিফুল মণ্ডল, সুরজিৎ মিত্র প্রমুখ।

■ ধূপগুড়িতে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল।

■ ঘাটালে দিলীপ মাজী, বিকাশ কর, অরুণ মণ্ডল।

■ শিলিগুড়িতে মিছিলে পাপিয়া ঘোষ-সহ নেতা, কর্মীরা।

আমার বাংলা
9 January, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর মৃত্যুমিছিলে শরিক আরও চার নাগরিক

নূর হোসেন

কাশীনাথ জানা

রমজান আলি

বাবলু পাল

ব্যুরো রিপোর্ট : ফের কেন্দ্রের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বলি বাংলার আরও চার নাগরিক। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, দিনহাটা ১ ব্লকের বামনহাট ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠি এবং নন্দীগ্রামে। বারাসতে এসআইআরের শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হল রমজান আলি নামে বছর ৪৫-এর ব্যক্তির। রায়গঞ্জে ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় ভিটেমাটি হারানোর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন বাবলু পাল নামে এক বৃদ্ধ। আর কর্মসূত্রে এক মাস আগে বিহারে গিয়েছিলেন নূর হোসেন মিঞা। গতকাল এসআইআর হেয়ারিংয়ে উপস্থিত হতে তাঁকে ফোন করে বাড়ির লোক ডাকেন। পরিবারের অভিযোগ, হিয়ারিংয়ের কথা শুনেই মানসিক চাপে পড়েছিলেন নূর। বিহার থেকে দিনহাটায় ফিরে গাড়ি থেকে নামার পরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ভাই দিনহাটা হাসপাতাল নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। নন্দীগ্রামে ফের দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কে মৃত্যু হল ৮১ বছরের এক বৃদ্ধের, নাম কাশীনাথ জানা। নথি-সংক্রান্ত সমস্যার জন্যে বারাসতের রমজানকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। সকাল থেকেই বিডিও অফিসে লাইন দেন তিনি। সেখানেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে যান। কিছুটা সুস্থ হয়ে আবার লাইনে দাঁড়ানোর পর ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। রায়গঞ্জে মৃত বৃদ্ধের পরিবারের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই ভোটার তালিকায় নাম থাকা এবং নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সংশয়ে চরম উদ্বেগে ছিলেন বাবলু। শুনানিতে যাওয়ার পর থেকে আতঙ্ক আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে শৌচকর্মের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি আমগাছে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখা যায়। মৃতের স্ত্রী ননীবালা পালের অভিযোগ, দুশ্চিন্তাই কেড়ে নিল স্বামীর প্রাণ। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে মৃতের বাড়িতে যান রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান। কাশীনাথের আসল বাড়ি নন্দীগ্রামের বাগানানে। তবে দীর্ঘদিন দিদির বাড়ি নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়ার বাসিন্দা। সেখানে ভোটার, আধার, রেশন কার্ড সবই ছিল। তবে ২০০২ তালিকায় নাম ছিল না। তাতেই এসআইআর শুরু হতে আতঙ্কে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোরে অসুস্থ হয়ে পড়লে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নন্দীগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য বাপ্পাদিত্য গর্গ বলেন, ৮১ বছর বয়সেও প্রমাণ দিতে হচ্ছিল এই মাটি তাঁর। সেই আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে। এর জন্য বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

তৃণমূলের চাপে শুনানিতে অব্যাহতি প্রবাসীদের

প্রতিবেদন : তৃণমূলের চাপে অবশেষে মাথানত করল নির্বাচন কমিশন। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল প্রবাসীদের সশরীরে এসআইআর শুনানিতে আসতে হবে না। পরিবারের যে কেউ এলেই হবে। তবে দেখাতে হবে সম্পর্কের প্রমাণপত্র। বেশ কয়েকদিন ধরে দীর্ঘ চাপান-উতোরের পর বৃহস্পতিবার কমিশন এই বিজ্ঞপ্তি দেয়। তার আগে বুধবারও তৃণমূলের প্রতিনিধি দল কমিশনে গিয়ে অব্যাহতির দাবি জানিয়ে এসেছিল। ফলে তৃণমূলের চাপেই যে কমিশন মাথানত করতে বাধ্য হল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এ-বিষয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির কোনওরকম ভাবনা-চিন্তাই নেই। একইসঙ্গে কমিশনের এখনও চেতনা ফেরেনি। বয়স্কদের এবং অসুস্থদের ডাকার প্রক্রিয়া সমানতালে চলছে। বৃহস্পতিবারও এরকম আর এক শতায়ুকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। এবং এসআইআর আতঙ্কে বৃহস্পতিবারও মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। মৃতের সংখ্যা ৪।

কোচবিহারে রণসংকল্প প্রস্তুতি

থাকবেন ১৬ 'মৃত' ভোটার

প্রস্তুতিসভায় অভিজিৎ দে ভৌমিক, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ জানুয়ারি। কোচবিহার ১ ব্লকের কদমতলার সুবিশাল মাঠে চলছে এই জনসভার মঞ্চতৈরির প্রস্তুতি। এই সভা নিয়ে বৃহস্পতিবার কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে এক প্রস্তুতিসভা হল। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক জীবিত ভোটারকেই মৃত বলে দেখানোর অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনের তালিকায় মৃত এমন ১৬ জন হাজির থাকবেন অভিষেকের সভামঞ্চে। এছাড়াও এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে ও মানসিক চাপে মৃত চারজনের পরিবারও থাকবে এই মঞ্চে। এই প্রস্তুতিসভায় সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় ও দলের জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। অভিজিৎ বলেন, ১৩ জানুয়ারি বেলা বারোটায় কদমতলার মাঠে এই বিশাল জনসভা হবে। জেলা, ব্লক, শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব ও সাধারণ তৃণমূল কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও দলের বর্ষীয়ান নেতৃত্বকে সামনে রেখে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে জেলায়। প্রতিটি বিধানসভায় তিনটি করে দল এই কর্মসূচি সফল করবেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনা। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে শিক্ষা দিতে চাই। তাই অভিষেকের সভায় যাতে রেকর্ড ভিড় হয় তার প্রস্তুতি শুরু করেছি।

কার্শিয়াঙের জঙ্গলে দেখা মিলল কৃষ্ণসার হরিণের

সংবাদদাতা, কার্শিয়াং : কার্শিয়াঙের পাহাড়ের জঙ্গলে দেখা মিলল কৃষ্ণসার হরিণের। বৃহস্পতিবার সকালে ওই হরিণটির দেখা মিলতেই উচ্ছ্বসিত বন দফতর। কারণ দেশে হাতেগোনা কয়েকটি কালো হরিণ রয়েছে। ওই কালো হরিণের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে পেরেছেন স্বয়ং কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে। পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে এই হরিণের দেখা হামেশাই মেলে। আগে বন দফতরের গবেষণায় কালো হরিণের অস্তিত্বের কথা জানানো হয়েছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই কালো হরিণের খোঁজ প্রথমবার মিলল বলেই জানা যাচ্ছে। কার্শিয়াং বন বিভাগের ডাউহিল ফরেস্টে ওই কালো হরিণের দেখা মিলেছে। ওই হরিণের দেখা মিলতেই গোটা জঙ্গলে নজরদারি বাড়িয়েছে বন বিভাগ। ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, এটা আমাদের জন্য দারুণ সুখবর। এই ধরনের হরিণ খুব অল্প জন্ম হয়। সেজন্য গোটা জঙ্গল জুড়ে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছি। প্রায় দশ লক্ষ হরিণের মধ্যে এমন একটি কালো হরিণের জন্ম হয়ে থাকে, তাই উচ্ছ্বসিত বন দফতর। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

জঙ্গল ছেড়ে গ্রামের পুকুরে নেমে গেল গন্ডার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : সাতসকালে কুয়াশামোড়া গ্রামের পথে গন্ডার দেখে চমকে গিয়েছিলেন গ্রামবাসী। এরপর সেই গন্ডারের পিছু নেয় গোটা গ্রাম। তাড়া খেয়ে একটি পুকুরে নেমে পড়ে গন্ডারটি। বৃহস্পতিবার সকালে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে একটি একশৃঙ্গ গন্ডার সোজা ঢুকে পড়ে এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া বাজার নতুনপাড়া নেপালিবস্তি। কিছুক্ষণ পুকুরে থাকার পর সেখান থেকে উঠে আবার দৌড়তে শুরু করে সে। গন্ডারের এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জলদাপাড়া বনবিভাগের একটি বিশেষ দল এবং রাইনো রেসকিউ টিম। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় গন্ডারটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। জলদাপাড়া বন বিভাগের আধিকারিক প্রবীণ কাসোয়ান জানান, একটি গন্ডার জঙ্গল থেকে বেরিয়েছিল, বনকর্মীরা সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনটি পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া জলপাইগুড়ি। জাতীয় সড়কের পাহাড়পুর ও গোশালা মোড় এলাকায় পরপর দুটি দুর্ঘটনায় আহত ছয়জন। আহতদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। এদিন ভোরে প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে গোশালা মোড়ে। দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আটকে পড়ে এক গাড়ির চালক। পুলিশ ও দমকল কর্মীরা এসে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়পুর এলাকায় ময়নাগুড়ির দিক থেকে আসা পাথরবোঝাই একটি ডাম্পারের সঙ্গে একটি মাছের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়। আহতদের মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। বিকেলে ধূপগুড়ির ঝুমুর হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় টোটো ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। নাম স্বপন রায় (৩৭)। মাগুরমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ আলতাগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। টোটোতে বেকারির মালপত্র নিয়ে জলঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। টোটোর মালিক স্বপন রায়ের বন্ধু, যাঁর একটি পা নেই, তিনিই টোটো চালাচ্ছিলেন। ঝুমুর হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় পিছন দিকে একটি ট্রাক ধাক্কা মারলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উল্টে যায়। চালকের একটি পা না থাকায় হয়তো ব্রেক কষতে পারেননি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনজন। ওঁদের ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্বপন রায়কে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। দু'জনকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

তৃণমূল বুথ সভাপতি আক্রান্ত বিজেপির হাতে

নিতাই ধর।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তৃণমূল বুথ সভাপতিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের অন্দরানফুলবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষপল্লি এলাকায়। উদ্ধার করে তৃণমূল বুথ সভাপতিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুথ সভাপতির নাম নিতাই ধর। বর্তমানে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিতাই বলেন, বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপির কয়েকজন আটক করে বেধড়ক মারধর করে। তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

হাতি মারল বনকর্মীকে

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : তিনি ছিলেন বনশ্রমিক। কর্মজীবন শেষ করে অবসর নিয়েছিলেন। কর্মজীবনে বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হয়েও বিপদে পড়েননি কোনওদিন। কিন্তু অবসরের পর তাঁকেই পিষে মারল বুনো হাতি। জঙ্গলের ভেতরে মাছ ধরতে গিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা রেঞ্জের মেন্দাবাড়ির কাছে বুড়ি তোর্সার তীরে হাতির হানায় মৃত্যু হয় তাঁর। নাম বু রাভা (৬৪)। একাগ্র মনে মাছধরার সময় আচমকাই একটি বুনো হাতি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মেরে হত্যা করে। ওঁর বাড়ি দক্ষিণ মেন্দাবাড়ির দশহালিয়াতে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বীরভূমের চন্দ্রপুর থানার হীরাখনি মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পণ্য-বোঝাই লরি উল্টে পড়ায় তার নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল অজ্ঞাতনামা এক সাইকেল আরোহীর। পলাতক ঘাতক লরি

অযোধ্যা পাহাড়ে ভ্রাম্যমাণ স্টলে জঙ্গলমহলের স্বাদ, ছৌ-মুখোশ থেকে খাঁটি মধু

রাজ্য পর্যটনে এবার নতুন চমক

দীপক রাম ● পুরুলিয়া

শীতের মিঠে রোদ গায়ে মেখে পুরুলিয়া ভ্রমণে আসা পর্যটকদের জন্য এবার অপেক্ষা করছে এক নয়া আকর্ষণ। অযোধ্যা পাহাড়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে যুক্ত হল জেলার নিজস্ব মাটির গন্ধ মাখা নানা সামগ্রী। পাহাড়, জলপ্রপাত আর বনভূমির স্মৃতির পাশাপাশি এবার বাড়ি ফেরার পথে পর্যটকেরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন জঙ্গলমহলের ঐতিহ্য। বুধবার পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন ও জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির যৌথ উদ্যোগে অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় সূচনা হল ৪টি সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ সরকারি বিপণন কেন্দ্র। এগুলির মাধ্যমে শুধু পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেই পাওয়া যাবে জেলার নিজস্ব হস্তশিল্প ও খাদ্যপণ্য সম্ভার। উদ্বোধনের আগে জেলাশাসক কোস্তাম সুধীর অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন আপার ড্যাম এলাকা ঘুরে দেখেন। পর্যটন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তিনি পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এরপর আপার ড্যামে ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্রাম্যমাণ স্টলগুলির উদ্বোধন করেন জেলাশাসক। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এখন থেকে আপার ড্যাম, বামনি ফলস এবং ছৌ-মুখোশের জন্য বিখ্যাত চড়িদা গ্রামের মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে এই ভ্রাম্যমাণ স্টলগুলি ঘুরবে। পর্যটকেরা এখান থেকে অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারবেন বিশ্বখ্যাত ছৌ-মুখোশ, জঙ্গলমহলের খাঁটি মধু, খেজুরগুড়, মাশরুম এবং অর্গানিক আটা। এই সমস্ত পণ্যই তৈরি হয়েছে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে এবং মিলবে সরকারি ন্যায্য মূল্যে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলাশাসক কোস্তাম সুধীর বলেন, জেলার ইউনিক পণ্যগুলিকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা এবং একই সঙ্গে স্থানীয় মানুষকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। তিনি জানান, পর্যটকদের ইতিবাচক সাড়া মিললে ভবিষ্যতে ভ্রাম্যমাণ স্টলের সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএফও অঞ্জন গুহ, এডিএফও সায়নী নন্দী, জেলার সহ-সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ প্রশাসনের আধিকারিকেরা। পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে নতুন সেতুবন্ধন গড়ে তুলে অযোধ্যা পাহাড়ের এই ভ্রাম্যমাণ সরকারি স্টল যে পর্যটকদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

ভ্রাম্যমাণ স্টলের সূচনায় জেলাশাসক, ডিএফও, জেলা সহ-সভাধিপতি প্রমুখ।

কালীগঞ্জ ব্লকে উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার শুরু বিধায়ক আলিফার

সংবাদদাতা, নদিয়া : কালীগঞ্জ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে কালীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে সূচনা হল তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি। এলাকার বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ঘুরে তৃণমূলের আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী কী প্রকল্প এনেছেন এবং তার ফলে কী কী সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন তা বুঝিয়ে বলা এছাড়াও কীভাবে বিজেপি ঘৃণ্য সম্প্রদায়িক রাজনীতি করে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে তা নিয়ে সতর্ক করা হয়। নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে কীভাবে এসআইআরের মাধ্যমে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাও বলা হয়। উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদ-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। গ্রামাঞ্চলের মহিলা থেকে সাধারণ মানুষ সাদর অভ্যর্থনা জানান তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মৌসুমী খাতুন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, বাম আমলে কোনওদিন বিধায়ককে দেখিনি মানুষের ঘরে আসতে। সেখানে তৃণমূল এলাকা ও মানুষের উন্নয়ন তো করছেই, তাদের বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ অন্যরা যেভাবে বাড়িতে এসে অভাব-অভিযোগ সহ অন্যান্য বিষয়ে খোঁজখবর করছেন, যোগাযোগ রাখছেন তা দেখে আমরা আপ্লুত।

উন্নয়নের প্রচার মিছিলে আলিফা আহমেদ প্রমুখ।

সিংহবাহিনী মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু হল উন্নয়নের পাঁচালি প্রচার

জয়রামবাটি

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : কোতুলপুর ব্লকের শিহর অঞ্চলে বৃহস্পতিবার শুরু হল তৃণমূলের উদ্যোগে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি। অঞ্চল তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রথমে বিশাল মিছিল বেরিয়ে জয়রামবাটি পরিক্রমা করে সিংহবাহিনী মন্দির পৌঁছায়। সেখানে পুজো দিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচির সূচনা করা হয়। নেতৃত্ব দেন শিহর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ সেন। ছিলেন কোতুলপুরের বিধায়ক, কোতুলপুর ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি ও নেতৃত্ব। মিছিলের আকর্ষণ ছিল আদিবাসী নৃত্য। বিজেপি দূর হটাও ইত্যাদি স্লোগানে সরব হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এ প্রসঙ্গে শিহর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ সেন বলেন, বিজেপি হল পরিযায়ী পাখি। নির্বাচন এলেই ওরা মানুষের কাছে আসে, নির্বাচন শেষ হলে খোঁজ থাকে না। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকতে হবে। সেই শিক্ষায় আমরা প্রত্যেকের খোঁজখবর নিই। আজকের এই সংযোগযাত্রা ও উন্নয়নের পাঁচালির মূল উদ্দেশ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সত্যিই মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে কিনা, তা সরজমিনে দেখা।

উন্নয়নের প্রচার শুরু করলেন অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি।

ত্রিপল-তাঁবুর দিন শেষ, রাজ্যের অর্থে নতুন শ্রেণিকক্ষে পাঠ খুদেদের

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ত্রিপল খাটিয়ে ও অস্থায়ী ব্যবস্থায় পঠনপাঠনের দিন শেষ। অবশেষে রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে কাশীপুর ব্লকের অন্তর্গত পাথরডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এবার নিরাপদ ও স্থায়ী নতুন স্কুলকক্ষে পড়াশোনার সুযোগ পেল। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন চালু করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের পুরনো শ্রেণিকক্ষের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়ায় ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। ছাদের ঢালাই দুর্বল হয়ে পড়ায় বারান্দার চাঙড় খসে পড়তে শুরু করে, ফলে বিদ্যালয় চালানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাময়িকভাবে খোলা জায়গায় ত্রিপল খাটিয়ে অস্থায়ী ব্যবস্থায় পঠনপাঠন চালানো হলেও তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ছিল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্যোগে শিক্ষা দফতরের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হলে রাজ্যের তরফে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সেই টাকায় তৈরি হয় নতুন বিদ্যালয় ভবন। বুধবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) কানাইলাল বাঁকুড়া, এআই প্রাইমারি প্রশান্তকুমার মাইতি, স্কুল পরিদর্শক তুফানকুমার বাগদি এবং কাশিপুরের বিডিও চন্দন সাহা, খইরোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজকুমার চন্দ্র। নতুন স্কুল ভবন চালু হওয়ায় শিক্ষক, অভিভাবক ও পড়ুয়াদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এবার থেকে পড়ুয়ারা নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশে নিয়মিত পড়াশোনা করতে পারবে।

নতুন পাকা স্কুলভবনের উদ্বোধন করা হল।

৮ম বর্ষের ঝাড়গ্রাম জেলা বইমেলার সূচনা হল বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র পার্কে। ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, সাহিত্যিক নলিনী বেরা প্রমুখ। মেলা চলবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। ৬০টি স্টল রয়েছে।

বৃহস্পতিবার দাসপুর ব্লক ১ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটির তরফে বেশ কয়েকটি এলাকার কৃষকদের থেকে সরকারি মূল্যে ধান কেনা হয়। সোসাইটির চেয়ারম্যান কৌশিক কুলভি বলেন, তিনটি পৃথক এলাকার ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ৪৫০ কুইন্টাল ধান কেনা হয়েছে ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০ টাকায়।

বৃহস্পতিবার জামালপুরের জামদহ, চলবলপুর, হৈবতপুর ঘাটে যৌথ অভিযান চালিয়ে দামোদরের চরে জেসিবি দিয়ে বালি সরিয়ে উদ্ধার হল ৬০ লিটার চোলাই মদ ও ৪০৬০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ। আবগারি দফতর, জামালপুর থানার পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ে লুকিয়ে রাখা ব্যারেল ব্যারেল চোলাই মদ।

সড়কে ফাটল, আচমকা জলোচ্ছ্বাসে আতঙ্ক

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কের যানবাহন চলাচলের ব্যস্ত চেনা পথ আচমকাই বদলে গেল মাধবডিহি থানার উচালন এলাকায় এসে। রাস্তার মাঝ বরাবর ফাটল ধরল আর সেই ফাটল চিরে ফুঁসে উঠল জল। প্রথমে সরু ধারায়, তারপর ক্রমশ বাঁধভাঙা স্রোতের মতো রাস্তার বুক চিরে হু হু করে উপচে পড়ল জলধারা। হঠাৎ এই দৃশ্যে পথচারীদের মধ্যে ছড়াল আতঙ্ক। কেউ বললেন ভূগর্ভে রহস্য, কেউ আবার কল্পনা করেন বড়সড় কোনও দুর্ঘটনার। প্রায় এক কাঠা জায়গা জুড়ে রাস্তার বুক ভিজিয়ে দিল সেই জল। কিন্তু কেউই নিশ্চিত নয় জল ঠিক কোথা থেকে আসছে। জল্পনা চলার মাঝেই যান চলাচল কার্যত থমকে যায়। স্থানীয়রা যোগাযোগ করেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সঙ্গে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলল রহস্যের সূত্র। পিএইচই দফতর থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করামাত্রই ধীরে ধীরে থেমে গেল রাস্তা ফুঁড়ে ওঠা জলধারা। স্পষ্ট হল, ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গেই যুক্ত এই ঘটনা। সব দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানায় পিএইচই দফতর।

দিল্লি দরবার

9 January 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে বিজেপির ওড়িশায়। এক নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে তাঁকে নগ্ন করে হাত-পা বেঁধে ঘোরানো হল রাস্তায়। তারপরে গণপিটুনি। ঘটনার সাক্ষী ময়ূরভঞ্জ

চূড়ান্ত নৃশংসতা যোগীরাজ্যে

ধর্ষণ করে খুন, পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা মহিলাকে

আখের খেতে উদ্ধার দেহ

লখনউ : যোগী প্রশাসনের অপদার্থতায় উত্তরপ্রদেশের আইন-শৃঙ্খলার কী ভয়াবহ অবনতি হচ্ছে তার প্রমাণ মিলছে বারবার। এবার গণধর্ষণ করে খুনের পর দেহ পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হল বছর তিরিশের এক মহিলার। উত্তরপ্রদেশের হাপুড়ে এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে যোগীরাজ্যে। বৃহস্পতিবার সকালে বাহাদুরগড় থানা এলাকায় লাহাদ্রা গ্রামে একটি ইটভাটার কাছে আখের খেতে পাওয়া যায় ওই মহিলার আধপোড়া অর্ধনগ্ন দেহ। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী পুলিশের অনুমান, ধর্ষণ ও খুন করে দেহ লোপাট করতেই আগুন লাগানো হয়। পরিচয় এখনও জানা যায়নি বলেই খবর। বৃহস্পতিবার সকালে দেহটি দেখতে পান গ্রামবাসীরা। তাঁরাই পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে পরিচয় জানার চেষ্টা করে। কিন্তু আধিকারিকদের তরফে

জানানো হয়েছে, মহিলার শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। মহিলার মুখ এমনভাবে পোড়ানো হয়েছে যে দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে পুলিশের অনুমান, অন্য কোথাও ধর্ষণ-খুন করে পরে এখানে দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

দুর্নীতি ঢাকতে আজব যুক্তি বিজেপির ছত্তিশগড়ে

সরকারি গুদামে ইঁদুর-উইপোকায় খেয়ে নিল ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান?

রায়পুর : কে খেল ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান? ইঁদুরে না উইপোকায়? ছত্তিশগড়ের সরকারি গুদাম থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়েছে ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান। ছত্তিশগড়ে কবর্ধা জেলার এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এই বিপুল পরিমাণ ধান কীভাবে চুরি হল? না কোনও সদুত্তরই দিতে পারেনি রাজ্যের বিজেপি সরকার। উলটে এক হাস্যকর যুক্তি সাজিয়েছে তারা। সরকারি আধিকারিকদের আজব দাবি, সরকারি গুদামগুলির অবস্থা খুব একটা ভাল নয়, তাই সেখানে পোকামাকড়, ইঁদুর আর উইপোকার প্রচণ্ড উৎপাত। ধান নাকি ইঁদুর আর উইপোকাই খেয়ে নিয়েছে। এখানেই শেষ নয়, তাঁরা এটাও দাবি করেছেন, শুধু কবর্ধা ধান সংগ্রহকেন্দ্রই নয়, চারপাশে জেলাগুলির সরকারি গুদামগুলিরও অবস্থা বেশ শোচনীয়। গেরুয়া সরকারের হাস্যকর যুক্তি থেকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত, এক বিশাল অঙ্কের দুর্নীতি হয়েছে সরকারি গুদামে মজুত করা

ধানকে কেন্দ্র করে। আর সেই কেলেঙ্কারি চাপা দিতেই অসংলগ্ন এবং ভুলভাল কথা বলছেন বিজেপি সরকারের কর্তারা।

ছত্তিশগড়ের কবর্ধা জেলার চারভাটা এবং বঘরা ধান সংগ্রহকেন্দ্র থেকে ধান চুরি যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সহায়ক মূল্যে ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার কুইন্টাল ধান কেনা হয় কিন্তু তার মধ্যে ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান উধাও হয়ে গিয়েছে। চারভাটা কেন্দ্র থেকেই ২২ হাজার কুইন্টাল ধান উধাও যার বর্তমান বাজারদর আনুমানিক সাত কোটি টাকা। সরকারি গুদাম থেকে কীভাবে চুরি যায় ধান, এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। সর্ষের মধ্যেই কি তবে ভূত? আধিকারিকেরা এই বিষয়ে কিছুই জানেন না সেটা কিভাবে সম্ভব?

উল্লেখ্য, জেলার এক আধিকারিক আবার দাবি করেছেন, ধান নষ্ট হওয়ার জন্য আবহাওয়াই দায়ী। রাজ্যের ৬৫টি ধান সংগ্রহকেন্দ্রের মধ্যে কবর্ধা জেলার সংগ্রহ কেন্দ্রগুলির অবস্থা নাকি সবথেকে খারাপ। কিন্তু এখানেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রশাসন যদি সতর্ক হত, তাহলে এত বড় ক্ষতি হত না। তবে কি প্রশাসনের শীর্ষ নেতৃত্ব গোটা বিষয় সম্পর্কে অবগত? ইতিমধ্যেই ইঁদুর ধরার খাঁচা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের বিরোধীরা এবং এই ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

ভোটে জিতেই বিশ্বাসভঙ্গ মহিলাদের ১০ হাজারি প্রকল্প বন্ধ করলেন নীতীশ

পাটনা : আমজনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এমন নিকৃষ্ট ঘটনা সত্যিই বিরল। বিহার বিধানসভা নির্বাচন জিততে মহিলাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাঁদের মনে আশা জাগিয়ে, ভোটের পরেই প্রতারণা করল বিজেপি-নীতীশ সরকার। কাজ গুছিয়ে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ।

মোদির নয়া জুমলা

সত্যিই মোদির 'নয়া জুমলা'। বিহারে ভোট-জয় শেষ, বন্ধ মহিলাদের ১০ হাজার টাকার প্রকল্প। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই সংক্রান্ত পোর্টালও। বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার ১০ দিন আগে এই চমক নিয়ে নিজেদের ভাণ্ডারে ভোট টেনেছিল এনডিএ। এমনকি ভোট ঘোষণার পরও টাকা দেওয়া বন্ধ হয়নি। ভোটের সময় টাকা দেওয়া নিয়ে বিরোধীরা সুর চড়ালেও এতে আমল দেয়নি নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোট মিটে যেতেই মুখ ফিরিয়েছে বিজেপি-জেডিইউ সরকার। বে আব্রু হয়ে গিয়েছে তাদের প্রতারণা এবং বিশ্বাসভঙ্গ। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তৃণমূল।

বিহারে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা'য় নাম অন্তর্ভুক্তির কাজ ভোট মিটে যেতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পোর্টালে নতুন করে আর কিছুই করা যাচ্ছে না। বিজেপিকে একহাত নিয়ে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি মহিলাদের অপমান করেছে। নির্বাচনের সময় এটা যে বিজেপির জুমলা ছিল, তা পরিষ্কার। আমরা যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করি, তা সবার জন্য। সেই কারণে আমাদের দায়বদ্ধতা থাকে। কিন্তু বিজেপি-জেডিইউ জোট শুধুমাত্র ভোটের জন্যই যে এই প্রকল্প চালু করেছিল, তা আজ গোটা দেশের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল।

শেষ পাওয়া রিপোর্টে দেখা দিয়েছে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছে বিহার সরকার। ইতিমধ্যে আরও ১৯ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। দেখা যাচ্ছে গত ৩১ ডিসেম্বর আবেদন জমা দেওয়ার পরই পোর্টালটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে নকল করে বিহারে ভোট বৈতরণি পার করেছিলেন নীতীশ। কিন্তু দু'মাস পেরোতেই বিহারে নীতীশ কুমার বন্ধ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা। বিনা বিজ্ঞপ্তিতেই ৩১ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মহিলা রোজগার সংক্রান্ত সরকারি পোর্টাল। এর তীব্র নিন্দা করেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও।

ইন্দোর, গান্ধীনগরের পর নয়ডা পুরসভার পানীয় জলে অসুস্থ ৩৫

নয়ডা: আবার বিজেপি শাসিত রাজ্যে পুরসভার পানীয় জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বহু মানুষ। ইন্দোর, গান্ধীনগরের পর এবার নয়ডায়। জানা গিয়েছে, গ্রেটার নয়ডায় ডেল্টা সেক্টর ও ১এ এলাকায় পুরসভার জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অন্তত ৩৫ জন। একই উপসর্গ, বমি, জ্বর, পেটে ব্যাথা ও শ্বাসকষ্ট। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার জলে নালার দূষিত জল মিশেই এই বিপত্তি।

খুন পরিযায়ী শ্রমিকের কন্যা

বেঙ্গালুরু: বেঙ্গালুরুতে নৃশংসভাবে খুন হল বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের ৬ বছরের কন্যা। ওয়াইট ফিল্ড থানা এলাকা থেকে বুধবার ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয়। নাল্লুরহাল্লিতে টেম্পল রোডের নর্দমায় পড়েছিল দেহটি। গলায় জড়ানো ছিল প্লাস্টিকের দড়ি। খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে শরীরের বাইরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। সম্ভবত প্লাস্টিকের দড়ির ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় ওই নাবালিকাকে। কেউ গ্রেফতার হয়নি।

শীতের কামড়ে জবুথবু রাজধানী দিল্লি ১৫ রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি: শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি হয়েছে ১৫টির বেশি রাজ্যে। শীতের কামড়ে বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। গত কয়েকদিন ধরেই হিমালয় সংলগ্ন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। এর জেরে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের সংশ্লিষ্ট পার্বত্য এলাকাগুলির পাশাপাশি দিল্লি, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের বিরাট এলাকায় শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই সব এলাকায় ৫-৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এর সঙ্গে আছে হাড় হিম করে দেওয়া মারাত্মক ঠান্ডা হাওয়া এবং কুয়াশা। প্রচণ্ড ঠান্ডায় রীতিমতো জুবুথবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। আগামী দিন সাতেকে এই ঠান্ডা আরও বাড়বে বলেই দাবি জানানো হয়েছে মৌসম ভবন সূত্রে। আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও হাড় কাঁপানো ঠান্ডা এবং কুয়াশার হাত থেকে এখনই রেহাই মিলবে না। এই প্রসঙ্গেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে দিল্লির মৌসম ভবন। বৃহস্পতিবার দিল্লির সর্বনিম্ন

তাপমাত্রা ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি কম। মৌসম ভবনের মতে, চলতি মরশুমে দিল্লির শীতলতম দিন এটি। এর আগে গত বছরের ২০ ডিসেম্বর তাপমাত্রা নেমেছিল ৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বুধবার দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল মাত্র ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দিল্লির একাধিক এলাকায় 'কোল্ড ডে' বা শীতলতম দিনের পরিস্থিতি হচ্ছে প্রায় রোজই। হিমালয় অঞ্চলের রাজ্য উত্তরাখণ্ডের তিন শহরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ২১ ডিগ্রি নীচে নেমে গিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে পিথোরাগড়ের আদি কৈলাস, রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ এবং উত্তরকাশীর যমুনোত্রী ধাম। রাজস্থানের চার শহরে ন্যূনতম তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রির নীচে। শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পঞ্জাব, হরিয়ানায়।

এদিকে, দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে চলতে থাকা এই শৈত্যপ্রবাহের মাঝে বাচ্চাদের অনেক স্কুল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। বহু স্কুলে আবার শুরু করা হয়েছে অনলাইন পড়াশুনো। কুয়াশায় বিঘ্নিত ট্রেন ও বিমান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩৭ বছরের এক মহিলাকে গুলি করে খুনের ঘটনায় তোলপাড় আমেরিকার মিনিয়াপোলিস। অভিযোগ, বুধবার অভিবাসন দফতরের এক কর্তার গুলিতে মৃত্যু হয় রেনি নিকোল গুড নামে মহিলার। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানালেন, ওই কর্তা যা করেছেন, তা আত্মরক্ষার তাগিদে

রুশ তেলবাহী জাহাজ দখলে আমেরিকাকে সাহায্য ব্রিটেনের

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়বে

লন্ডন: ভেনেজুয়েলায় আগ্রাসনের পর এবার অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে রাশিয়ার তেলবাহী জাহাজ বেলা-১ দখল করল আমেরিকা। আর সেই কাজে মার্কিন মেরিন কমান্ডো বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে ব্রিটেন। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে এই কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, রাশিয়ার তেলবাহী জাহাজে অভিযান নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করেছেন স্টার্মার। এই ঘটনার পর নিশ্চিতভাবেই রাশিয়া-আমেরিকার সংঘাতে নতুন মাত্রা যোগ হল, যা তেল-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা করছেন কূটনীতিকেরা। প্রসঙ্গত, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পাঠানো নৌবহরের পাহারা সত্ত্বেও বুধবার ভেনেজুয়েলা থেকে তেল বহনের কাজে ব্যবহৃত ট্যাঙ্কার বেলা-১ দখল করেছিল মার্কিন মেরিন বাহিনী। পুতিন আর্জি জানিয়েছিলেন যাতে এশিয়াগামী তেলবাহী জাহাজগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেনি ট্রাম্প প্রশাসন। উল্টে, ক্যারিবিয়ান সাগরে সোফিয়া নামের অন্য একটি তেলবাহী জাহাজেরও

দখল নেয় আমেরিকার উপকূলরক্ষীরা। দু'টি জাহাজই শেষবার মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভেনেজুয়েলা থেকে তেল পরিবহণের কাজ করছিল বলে দাবি করেছে ওয়াশিংটন। মার্কিন সেনার ইউরোপীয় কমান্ড জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলার তেল পরিবহণে ব্যবহৃত বেলা-১ নামের ওই ট্যাঙ্কারটিকে আইসল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যবর্তী এলাকায় আটক করা হয়। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতরের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম ঘোষণা করেন সোফিয়া দখলের কথা। এই উত্তেজনার আবহে বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মার্কিন অভিযানে সহায়তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এয়ার ফোর্স নজরদারি বিমান এবং রয়্যাল নেভির সহায়তা জাহাজ 'আরএফএ টাইডফোর্স' মোতায়েন করে মার্কিন অভিযানে সহায়তার অনুরোধে সাড়া দিয়েছে। স্টার্মারের এই ঘোষণার পর গোটা পরিস্থিতি নিয়ে মস্কো কী অবস্থান নেয় সেটাই দেখার।

চিনের সংস্থা থেকে ৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা তোলার পথে ভারত

নয়াদিল্লি: ভারত ও চিনের সীমান্ত সংঘাতের জেরে গত পাঁচ বছর ধরে চলা বিধিনিষেধ তুলে নিতে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারতের অর্থ মন্ত্রক। সংশ্লিষ্ট সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, সরকারি প্রকল্পের দরপত্রে চিনা কোম্পানিগুলির অংশগ্রহণের ওপর আরোপিত কড়াকড়ি শিথিল করার প্রস্তুতি চলছে। ২০২০ সালে ভারত-চিন সীমান্তে দুই দেশের সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। সেই সময় নিয়ম করা হয়েছিল যে, চিনের কোনও সংস্থাকে সরকারি কাজে অংশ নিতে হলে একটি সরকারি কমিটির কাছে নিবন্ধন করতে হবে এবং একইসাথে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক ছাড়পত্র নিতে হবে। এই কড়াকড়ির ফলে ভারতের সরকারি খাতের প্রায় ৭০০ থেকে ৭৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের প্রকল্পে চিনা কোম্পানিগুলির অংশগ্রহণ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিধিনিষেধ আরোপের কয়েক মাস পরেই চিনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সিআরআরসিকে ভারতের ২১ কোটি ৬০ লাখ ডলারের একটি ট্রেন উৎপাদন চুক্তি থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

অর্থ মন্ত্রকের কর্মকর্তারা এখন সীমান্ত সংলগ্ন দেশগুলির দরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের এই শর্তটি বাতিল করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে প্রধানমন্ত্রীর দফতর। মূলত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে আসা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বেশ কিছু মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, চিনের ওপর এই নিষেধাজ্ঞার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পের কাজ ধীরগতিতে চলছে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের তীব্র সংকট দেখা দিচ্ছে। প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবার নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটিও এই বিধিনিষেধ শিথিল করার সুপারিশ করেছে। গৌবা বর্তমানে সরকারের একটি শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী সংস্থায় (থিংক ট্যাংক) কর্মরত আছেন, যা এই প্রস্তাবের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও অর্থ মন্ত্রক বা প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি, তবে বিশেষজ্ঞ মহলে এটি একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারত সরকার এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক অবস্থান বজায় রাখছে। চিনা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ওপর আরোপিত কড়াকড়ি এখনই তুলে নেওয়া হচ্ছে না, কারণ জাতীয় নিরাপত্তা এবং চিনের ওপর মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ এখনও কাটেনি। পাশাপাশি, ভারতের সাথে একটি সম্ভাব্য বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান এখনও স্পষ্ট করেনি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তও ভবিষ্যতে ভারত ও চিনের অর্থনৈতিক সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

'হাদি-কাণ্ডে ভারতকে দোষারোপ অন্যায়'

নয়াদিল্লি: হাদি-কাণ্ডে ভারতের নাম জড়ানোর বিরোধিতা করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তরুণ রাজনৈতিক নেতা ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যেভাবে ভারতকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা আড়াল করতেই এই চেষ্টা করা হচ্ছে। আওয়ামি লিগ নেত্রীর কথায়, হাদি হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয় ঘটনা। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশে যে অরাজকতা এবং নির্বাচনী হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে, এটি তারই ফল। অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতাকে বিদেশি ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখানোর জন্য ভারতকে দোষ দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকায় খুন বিএনপি-কর্মী

ঢাকা: ভোটমুখী বাংলাদেশে হিংসা, হানাহানির পরিস্থিতি এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। বুধবার রাতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় গুলিতে ঝাঁজরা করে দেওয়া হল বিএনপি নেতা আজিজুর রহমানকে। তেজগাঁওয়ে বাজারের ভিড়ের মধ্যেই তাঁকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি চালায় আততায়ীরা। পেটে গুলি লাগে আজিজুরের। গুলি লাগে তাঁর এক সঙ্গীর শরীরেও। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয় আজিজুরকে। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তাঁর সঙ্গী। বুধবার রাত নটা নাগাদ কুরবান বাজার এলাকায় সুপারস্টার হোটেলের কাছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের মুখেই আচমকা আজিজুরের উপর হামলা চালায় আততায়ীরা। সদ্য নিহত ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির উপরে যেভাবে হামলা হয়েছিল অনেকটা সেই কায়দাতেই এদিন হামলা চলে আজিজুরের উপরে। শীতের রাতে আজিজুরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকে উত্তেজনা। রাস্তা অবরোধ করে স্লোগান দিতে শুরু করেন বিএনপি এবং স্বেচ্ছাসেবী দলের কর্মী-সমর্থকরা। ছুটে আসে সেনাবাহিনীও। তবে আততায়ীদের কাউকেই এখনও চিহ্নিত বা গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। কারা কোন উদ্দেশ্যে এই হামলা চালাল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ডেনমার্কে ছুটি হল চিঠির, দেশ থেকে উঠে গেল ডাক-পরিষেবা

কোপেনহেগেন: চিরতরে ছুটি হয়ে গেল চিঠির! আর কোনওদিনই প্রিয়জনকে ডাকে চিঠি পাঠাতে পারবেন না ডেনমার্কের মানুষ। অন্য কোনও জায়গা থেকে কোনও চিঠিও আসবে না তাঁদের কাছে। কারণ, ২০২৫ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকযোগে চিঠির পরিষেবা তুলে দিয়েছে ডেনমার্ক সরকার। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শেষ চিঠি পৌঁছে দিয়ে এই পরিষেবায় ইতি টানা হয়েছে। ডেনমার্কই বিশ্বের প্রথম দেশ যারা এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর যুক্তিতে উঠে গেল চিরাচরিত ডাক ব্যবস্থা। প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধে-অসুবিধের কথা না ভেবেই।

লক্ষণীয়, সেদেশের প্রাচীনতম সরকারি পরিষেবাগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ডাকযোগে চিঠি পরিষেবা। যা শুরু হয়েছিল ১৬২৪ সালে। কিন্তু ৪০১ বছরের ঐতিহ্যশালী এই পরিষেবা এমন হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়ার কারণটা কী? ডেনমার্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পোস্টনর্ডের যুক্তি, দেশের মানুষ ডিজিটাল যোগাযোগের উপরে এতটাই গভীরভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে এই সময়ে দাঁড়িয়ে পুরোপুরি অর্থহীন হয়ে পড়েছে ডাকব্যবস্থা। তাই অর্থ ও পরিকাঠামোর অপচয় না করে তাকে চিরবিদায় জানানোই শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। আসলে প্রিয়জনকে চিঠি লেখা, প্রেমিক-প্রেমিকার ডেটিং কিংবা অফিসিয়াল চিঠি আজকাল ভাবাই যায় না ইন্টারনেট ছাড়া। তাছাড়া সময়টাও এক গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এই সময়ের গতিকে অস্বীকার করা যায় না কোনওভাবেই। তবে ডাকযোগে চিঠির ছুটি হয়ে গেলেও গুরুত্ব হারাচ্ছে না পণ্য-পার্সেল পরিষেবা। অত্যাধুনিকতার মোড়কে সেটিকে নতুন রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে ডেনমার্ক। পোস্টনর্ডের প্রধান কিম পেডারসেনের ভাষায়, এক অধ্যায়ের শেষ, শুরু আর এক নয়া অধ্যায়ের।

সিনেস্কোপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৫ বছরের সাফল্য উদযাপন উপলক্ষে উইন্ডোজ প্রোডাকশন ঘোষণা করল তাদের আসন্ন দুটি নতুন ছবি। রহস্য-নাট্য ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’ এবং জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন অধ্যায় ‘বহুরূপী : দ্য গোল্ডেন ডাকু’।

‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ছবিতে শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও ব্রাত্য বসু

লহ গৌরাঙ্গের নাম রে

মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’। চৈতন্যের বায়োপিক বা অন্তর্ধানের গবেষণা সবটাই নতুন আঙ্গিকে। কেমন হল এই ছবি? দেখে এসে লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবির নামটা ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ না হয়ে ‘চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য’ও হতে পারত। বিষয়বস্তুর আড়ালে সেটাই ছবির উপজীব্য। শুরু থেকেই চর্চা ছিল এই ছবির। ডাকাসাইটে স্টারকাস্ট। তার ওপর পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। স্বাভাবিক ভাবেই ছবিটা নিয়ে প্রত্যাশা ছিল অনেকটাই। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হল কই!

ছবির বিষয় হয়তো ভারী কিন্তু দেখতে বসলে মনে হয় গল্প বলায় কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। চৈতন্যদেবকে নিয়ে সেভাবে কোনও গল্পই বলা হল না ছবিতে। এমন একজনকে নিয়ে ছবি করতে গিয়ে আরও হয়তো রিসার্চের দরকার ছিল। ছবিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনকাহিনিকে তিনটি সময়কালের প্রেক্ষাপটে পরিবেশন করেছেন পরিচালক। যা নিঃসন্দেহে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। যাঁর প্রথমটি শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন সময়। এই চৈতন্যের ভূমিকায় রয়েছেন অভিনেতা দিব্যজ্যোতি দত্ত। দ্বিতীয়টি বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের স্বর্ণযুগ বা ‘গিরিশযুগ’। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অবিস্মরণীয় প্রতিভার অধিকারী নাট্যসম্রাজ্ঞী নটী বিনোদিনীর সময়কাল। যখন গুরু গিরিশ ঘোষের পরিচালনায় নটি বিনোদিনী একের পর এক চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাখেলা নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করছেন, একনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে অভিনয় করে চলেছেন। এই চৈতন্যের ভূমিকায় রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় আর তৃতীয়টি বর্তমান সময়কালের প্রেক্ষাপট। যেখানে রচিত হচ্ছে আরও এক চৈতন্যকথা। জাতীয় পুরস্কার পাওয়া পরিচালক রাই তৈরি করছেন চৈতন্যের জীবন অবলম্বনে একটি ছবি। এই ছবির চৈতন্যমহাপ্রভু হলেন এক নামজাদা অভিনেতা পার্থ যে পরিচালক রাইয়ের প্রেমিকও। এক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত দুজনে। এই চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। ছবির গল্প এগোয় এই তিন চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে। তিনটি সময়কালের প্রতিটা চরিত্রই একটা সময় মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্য খুঁজতে পৌঁছে গেছে পুরীধামে। সকলেরই উদ্দেশ্য চৈতন্যদেব অন্তর্ধান হয়েছিলেন নাকি তাঁর তিরোধান হয়েছিল— সেই রহস্য খুঁজে বের করা।

তিনটে সময়কাল ধরেছেন এবং জুড়েছেন পরিচালক। ছবি জুড়ে অতীত-বর্তমানের যাওয়া-আসা। কিন্তু সম্পৃক্ত হয়নি প্রতিটা সময়কালকে ছুঁয়ে যেতে গিয়ে খুব গভীরে যেতে পারেননি পরিচালক। নবদ্বীপধাম থেকে ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে চৈতন্যমহাপ্রভু ছুটে গিয়েছিলেন শ্রীক্ষেত্র পুরীতে। সেখানে দীর্ঘকালীন গম্ভীরা ভবনের ছোট্ট কুঠুরিতে ছিল তাঁর বাস। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভক্তদের কৃষ্ণনামের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া। কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তিনি। যে কারণে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের রোষের শিকার হন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। সেই ভক্তি আন্দোলনের এতটুকু আঁচ পাওয়া গেল না ছবিতে। কারণ তাঁর কৃষ্ণপ্রেম একার ছিল না। তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বহু মানুষের মধ্যে। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দলটাও ছিল বেশ বড়। এই ধরনের ছবির কোনও ক্লাইম্যাক্স হয় না। এখানেও তেমন করে কোনও মনে রাখার মতো শেষ কিছু নেই। ছবিটা দেখলে কৌতূহল জাগে নদের নিমাই অন্তর্ধান কী করে হলেন! তিনি কি খুন হয়েছিলেন নাকি শ্রীমন্দিরে জগন্নাথের মাঝেই বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। নাকি নিজেই হরে কৃষ্ণ নামে সমুদ্রে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উত্তর মেলেনি ছবিতে। সেই অনুত্তরেই থেকে গেছে ছবি।

তবে এই ছবির যে বিষয়গুলো নিয়ে বলার তা হল অভিনয় এবং গান। অভিনয় প্রথমেই যার কথা বলতে হয় নবাগত দিব্যজ্যোতি দত্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকায় অনবদ্য তাঁর অভিব্যক্তি। ছোটপর্দার পরিচিত মুখ দিব্যজ্যোতি চৈতন্যদেবকে জীবন্ত করে তুলেছেন অভিনয়গুণে। তাঁকে দেখলে কোথাও মনে হবে না তিনি অভিনয় করছেন। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ যাঁর উপস্থিতি ছবি জুড়ে জানান দেয়। এই ছবির সবচেয়ে বলিষ্ঠ দুটো চরিত্রের অন্যতম। দ্বিতীয়টি নটি বিনোদিনী। এই দুই ভূমিকায় অভিনেতা ব্রাত্য বসু এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এককথায় অসাধারণ। অসম্ভব সুন্দর তাঁদের মধ্যেকার রসায়ন। ব্রাত্য বসুর অভিনয়, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, সংলাপ বলার ধরনে গিরিশ ঘোষকে নিংড়ে বের করে এনেছেন তিনি। আর বিনোদিনী এবং চৈতন্য হয়ে শুভশ্রী যেন নিজেকেও ছাপিয়ে গেছেন। স্টার থিয়েটারের সূচনাপর্ব, ‘থেটার’-পাগল গিরিশ ঘোষের স্বপ্নপূরণ করতে অনুরাগী গুরমুখ রায়ের সহায়তায় শিষ্য বিনোদিনী দাসীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ, তাঁর সঙ্গে গোপন বিশ্বাসঘাতকতা উঠে এসেছে পরতে পরতে। এই ছবিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস চরিত্রে একটা সারপ্রাইজ রেখেছিলেন পরিচালক। যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা, সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এখনকার সময়ের পরিচালক রাইয়ের চরিত্রে ইশা সাহা খুব সাবলীল অভিনয় করেছেন। অপমানে বিনোদিনীর রঙ্গমঞ্চ চিরতরে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সঙ্গে রাইয়ের অসম্পূর্ণ প্রেম এবং জীবনকে এক করে দেখানোটা বোঝা যায়। নিত্যানন্দ চরিত্রে যিশু সেনগুপ্তকে কেন ঠিকমতো ব্যবহার করলেন না পরিচালক জানা নেই। ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত বেশ ভাল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরিত্রে নবাগত আরাত্রিকা মাইতি যতটুকু ছিলেন বলিষ্ঠ। এছাড়া সুজন মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়— সবাই যথাযথ। অভিনয়ে কারও কোনও খামতি নেই কিন্তু দৃশ্যপট বেশ দুর্বল। ছবির সুরকার ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। আবহসঙ্গীত দারুণ।

অরিজিৎ সিং, জয়তী চক্রবর্তী এবং পদ্মপলাশের গাওয়া গানগুলো অন্তর ছুঁয়ে যাবে। ‘ক্ষণে গোরাচাঁদ ক্ষণে কালা’, ‘দ্যাখো দ্যাখো কানাইয়ে’, ‘নয়নের জলে’ প্রতিটা গান অনবদ্য। সবশেষে বলা যায় লো বাজেটে বড় ভাবনা ঠিক ফলপ্রসূ হয় না— আর এই ছবি বোঝার দর্শক একটু সীমিত।

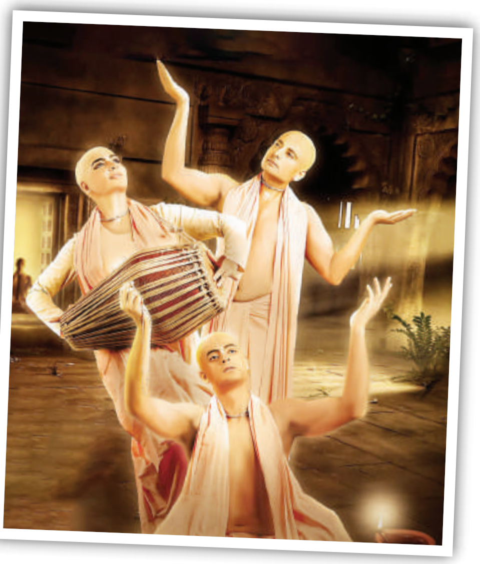

রবিবার বরোদায় প্রথম একদিনের ম্যাচ। তার আগে শহরে পৌঁছেই পিচ দেখতে গেলেন গম্ভীর ও শুভমন

মাঠে ময়দানে

জুরেলের সেঞ্চুরি, হাজারে ট্রফি থেকে বিদায় বাংলার

প্রতিবেদন : বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিল বাংলা। গ্রুপের শেষ ম্যাচে তারা উত্তরপ্রদেশের কাছে ৫ উইকেটে পরাস্ত হল। সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টের পর অভিমন্যু ঈশ্বরনরা ব্যর্থ হলেন হাজারে ট্রফিতে এসেও। সাদা বলের জোড়া টুর্নামেন্টে ব্যর্থতার পর সামনে শুধু রঞ্জি ট্রফি।

উত্তরপ্রদেশ এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের অপরাজেয় দল। তারা এদিন টসে জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে দিলে তারা ৪৫.১ ওভারে অল আউট হয়ে যায় ২৬৯ রানে। সুদীপ কুমার ঘরামি ১০৬ বলে ৯৪ রান করেছেন। এছাড়া শাহবাজ আমেদ ৫৪ ও আকাশ দীপ ৩৩ রান করেছেন। কিন্তু বাংলাকে সমস্যায় ফেলেছে টপ অর্ডার ব্যর্থতা। ওপেনার করণ লাল ৫, অভিমন্যু ২৮, অনুষ্টুপ ১৩, শাকির হাবিব গান্ধী ১৭, বিশাল ভাটি ১৫, মহম্মদ শামি ১০ ও অঙ্কিত মিশ্র ১ রানে আউট হয়ে যান। জিশান আনসারি ৩টি উইকেট নিয়েছেন। দুটি উইকেট বিপ্রোজ নিগম ও করণ চৌধুরির। একটি নেন রিঙ্কু সিং।

উত্তরপ্রদেশ এই রান ৪২.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে তুলে নিয়েছে। জাতীয় দলে খেলা দলের দুই তারকা ধ্রুব জুরেল ও রিঙ্কু ব্যাট হাতে দলকে নির্ভরতা দিয়েছেন। জুরেল ৯৬ বলে ১২৩ রান করেছেন। রিঙ্কু নট আউট থেকে যান ৩৭ রানে। এছাড়া আরিয়ান জুয়াল ৫৬ রান করেছেন। বোর্ডে বড়সড় রান তুলতে না পারলে বোলারদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়। এদিন বোলাররা সেটা পারেননি। জুরেল ও জুয়াল যখন ২২ গজে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তখন তাঁদের সামনে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া যায়নি। শামি ৭ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে ১টি উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া একটি করে উইকেট নেন আকাশ দীপ, অঙ্কিত মিশ্র ও রোহিত। শাহবাজ, করণ ও বিশাল কোনও উইকেট পাননি। মরশুম শুরুর বহু আগে প্রস্তুতি শুরু করেও বাংলার ঘরে সাফল্য আসছে না। বিশেষ করে পুরুষদের সিনিয়র স্তরের ক্রিকেটে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি হিসাবে পুনরায় ফিরে আসার পরও ছবি অপরিবর্তিতই রয়েছে। রঞ্জিতে কিছু করতে না পারলে বাংলার ভাঁড়ার এবারও শূন্য থাকবে। ২৩ তারিখ থেকে বাংলার খেলা রয়েছে সার্ভিসেসের সঙ্গে।

স্প্যানিশ সুপার কাপ

পাঁচ গোলে জিতে বার্সা ফাইনালে

জোড়া গোলের উৎসব রাফিনহার।

জেড্ডা, ৮ জানুয়ারি : অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ঝাড়া পাঁচ গোল দিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল বার্সেলোনা। সৌদি আরবের জেড্ডায় অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে ৫-০ জিতল হান্সি ফ্লিকের দল। জোড়া গোল করেন ব্রাজিলীয় তারকা রাফিনহা। বাকি তিন গোলদাতা ফেরান টোরেস, ফের্মিন লোপেজ এবং রুনি বার্দজি। এই নিয়ে টানা চারবার সুপার কাপ ফাইনাল খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। লা লিগের শীর্ষে থাকা কাতালান জায়ান্টরা এদিন শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে রেখেছিল। চোটের কারণে দলের সেরা তারকা লামিনে ইয়ামাল প্রথম একাদশে ছিলেন না। তাতেও বার্সার বড় জয় আটকায়নি। ২২ মিনিটে বক্সের ভিতর থেকে দুরন্ত শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন টোরেস। এরপর ৩০ থেকে ৩৮, এই ৯ মিনিটের মধ্যে আরও তিন গোল করে বার্সা। লোপেজ তাঁর দ্বিতীয় গোল করার পর বাকি দু'টি গোল করেন রুনি ও রাফিনহা। বিরতির আগেই ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে জয় নিশ্চিত করে ফেলে বার্সা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ঝাঁজ বাড়ে বার্সার আক্রমণে। ৫২ মিনিটে ফের রাফিনহার গোল। বিলবাওয়ের কফিনে শেষ পেরেক ফ্লিকের দলের। ছোট বক্সে রাফিনহার নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ৫-০। ৭২ মিনিটে ব্রাজিলীয় তারকার পরিবর্ত হিসেবে নামেন ইয়ামাল। কিন্তু ষষ্ঠ গোল আর আসেনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এবার টানা ৯ ম্যাচ জিতল গতবারের ত্রিমুকুট জয়ী বার্সেলোনা।

বেতন কমছে না বাগানে

প্রতিবেদন : গত ৯ মাসের অনিশ্চয়তা, টানাপোড়েন শেষে জোড়াতালি দিয়ে এবারের মতো আইএসএল শুরুর ঘোষণা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী করেছেন ঠিকই, তবে দেশের শীর্ষ লিগ আয়োজন নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। বরং আইএসএল এবার মাত্র ৯১ ম্যাচের হওয়ায় দলগুলি ক্ষতির মুখে পড়বে। ক্ষতি আটকাতেই ফুটবলারদের বেতনে কাটছাঁট করার পথে একাধিক ক্লাব। বেঙ্গালুরু এফসি-র ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই সুনীল ছেত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। চেন্নাইয়িন, কেরল, গোয়া, মুম্বইয়ের মতো ক্লাবগুলিও তাদের ফুটবলারদের বেতন কমিয়ে খেলার অনুরোধ করতে চায়। ইস্টবেঙ্গলও এমন ভাবনার শরিক। কিন্তু মোহনবাগান এই পথে হাঁটবে না।

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে, ফুটবলারদের বেতন কমিয়ে এবারের আইএসএল তাদের খেলার জন্য অনুরোধ করা হবে না। ম্যানেজমেন্ট মনে করে, এতে ভুল বার্তা যাবে। মোহনবাগানই একমাত্র ক্লাব যারা ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থার মধ্যেও তাদের সিনিয়র ও বয়সভিত্তিক সব দল এবং আরএফডিএল টিমের অনুশীলন বন্ধ রাখেনি। প্রতিযোগিতায় অংশও নিচ্ছে বাগানের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দল। জানা গিয়েছে, এক কোটির উপর বেতন যে ফুটবলারদের, তাদের ২০-২৫ শতাংশ কমিয়ে খেলার অনুরোধ করা হয়েছে। এক কোটির কম যাদের বেতন, তাদের ১০-১৫ শতাংশ কমানোর কথা বলা হয়েছে। তবে ফুটবলারদের বেতন নিয়ে ফিফার কড়া আইন থাকায় ক্লাবগুলির কাজটা কঠিন হতে পারে।

যৌন হেনস্থা

ফরিদাবাদ : ১৭ বছরের এক নাবালিকা শুটারকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে এক জাতীয় কোচের বিরুদ্ধে। ওই কোচকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে ভারতীয় রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন। নয়াদিল্লির কার্নী সিং রেঞ্জে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা চলছিল। ওই কোচ ফরিদাবাদের হোটেলে নাবালিকাকে শুটিংয়ের পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনার জন্য ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই শুটার পরিবারকে ঘটনার কথা জানালে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিস ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ চেয়েছে হোটেলের কাছে।

শীর্ষেই আনন্দ

প্রতিবেদন : কলকাতায় টাটা স্টিল র‍্যাপিড ও ব্লিৎজ দাবার দ্বিতীয় দিন শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। তবে ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে নিহাল সারিনের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

জয়ী বর্ধমান

প্রতিবেদন: বেঙ্গল সুপার লিগে নর্থ ২৪ পরগনা ২-১ গোলে হারাল মেদিনীপুরকে। অন্য ম্যাচে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। জয়সূচক গোল চিজোবার। এই জয়ে বর্ধমান লিগ টেবলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে উঠে এল।

ম্যান ইউয়ের ড্র, ফের হার চেলসির

হারের পর হতাশ চেলসির ফুটবলাররা।

লন্ডন, ৮ জানুয়ারি : টানা চার ম্যাচে জয়হীন থাকার হতাশায় ক'দিন আগেই ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ী কোচ এনজো মারেস্কাকে সরিয়ে দেয় চেলসি। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে ৪১ বছরের লিয়াম রোজেনিয়রকে কোচ করে নিয়ে এসেছে লন্ডনের ক্লাবটি। কিন্তু এদিন ফুলহ্যামের মাঠে ১-২ গোলে হেরে মাঠ ছেড়েছে চেলসি। মাঠে নামার আগে গ্যালারি স্ট্যান্ড থেকে দলের হার দেখলেন নতুন কোচ লিয়াম। প্রিমিয়ার লিগে ব্লুজদের শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে দ্বিতীয় হার। ব্যর্থতার বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও কোচের পদ থেকে রুবেন আমোরিমকে ছাঁটাই করেছে। কোচ বিদায় করেও ফল বদলাতে পারেনি রেড ডেভিলস। বার্নলির মাঠে ২-২ ড্র করেছে ম্যান ইউ।

চেলসি, ইউনাইটেডের ব্যর্থতার রাতে সমর্থকদের হতাশ করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। ঘরের মাঠে ব্রাইটনের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে তারাও। এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন আর্লিং হালান্ড। কিন্তু ৬০ মিনিটে রক্ষণের ভুলে গোল হজম করে পেপের দল।

ফুলহ্যামের মাঠে অবশ্য বেশিরভাগ সময়টাই ১০ জনে খেলতে হয় চেলসিকে। কারণ, ২২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়া। পিছিয়ে পড়েও লিয়াম দালেপের গোলে সমতা ফেরায় ব্লুজ। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। অন্যদিকে, বার্নলির মাঠে আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়া ম্যান ইউ দ্বিতীয়ার্ধে বেঞ্জামিন সেসকোর জোড়া গোলে এগিয়ে থেকেও ম্যাচ ড্র করে। লিগ টেবলে ম্যান ইউ (৩২ পয়েন্ট) ও চেলসি (৩১ পয়েন্ট) রয়েছে যথাক্রমে ৭ ও ৮ নম্বরে। সিটি ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে।

সিন্ধু-সাত্ত্বিকদের জয়

কুয়ালালামপুর : মালয়েশিয়া ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন পিভি সিন্ধু। জাপানের তোমোকা মিয়াজাকিকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ আট নিশ্চিত করলেন তিনি। সিন্ধু জেতেন ২১-৮, ২১-১৩ গেমে। একই দিনে ডাবলসে শেষ ষোলোয় জিতলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। হারালেন জুনাইদি আরিফ ও রয় কিং ইয়াপকে। ফল ২১-১৮, ২১-১১। তবে ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন ও আয়ুষ শেট্টি। এই নিয়ে চতুর্থবার মালয়েশিয়া ওপেনের শেষ আটে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন আইকন। শেষ আটে তাঁকে খেলতে হবে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন আকানে ইয়ামাগুচি বা চিনের গায়ো ফেং জিংয়ের বিরুদ্ধে।

পরীক্ষা ফাজিলাদের

প্রতিবেদন: আইএসএল শুরুর দিন ঘোষণার পরই ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে চনমনে ফুটবলাররা। কোচ অস্কার ব্রুজোর সামনে লক্ষ্য স্থির। আইএসএলের প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে চান না স্প্যানিশ কোচ। বৃহস্পতিবার ব্রাজিলীয় মিগুয়েল ফিগুয়েরা ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন। ছেলেদের প্রস্তুতির মধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। আজ শুক্রবার কল্যাণীতে আইডব্লুএলে ফাজিলা ইকওয়াপুট, সৌম্যা গুগুলোথদের সামনে গতবারের রানার্স গোকুলাম কেরল। ফাজিলার খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের কাছে গতবার হেরেই লিগ হাতছাড়া হয়েছিল গোকুলামের। এবারও কেরলের দলটিকে হারিয়ে আইডব্লুএলের প্রথম পর্বে জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে 'মশাল গার্লস'।

মাঠে ময়দানে

9 January, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরকে ব্যাটিং পরামর্শদাতা করল শ্রীলঙ্কা

৪-১ অস্ট্রেলিয়ার, বিদায় খোয়াজার

সিডনি, ৮ ডিসেম্বর : জেকব বেথেলের লড়াকু ইনিংস আর যাই হোক ইংল্যান্ডের দুঃসময় কাটাতে পারেনি। আর পারেনি বলেই সিডনিতে পঞ্চম টেস্টে ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে পরাস্ত হল। এই হারের ফলে অ্যাসেজ ৪-১-এ নিজেদের দখলে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। শেষদিনে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন উসমান খোয়াজা। ৮৮টি টেস্ট খেলা ওপেনার শেষ ইনিংসে করেন ৬ রান।

বৃহস্পতিবার জেতার জন্য ১৬০ রান দরকার ছিল অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু এই রান তুলতে গিয়ে তারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। লাঞ্চের আগে ৫ উইকেট চলে গিয়েছিল তাদের। কিন্তু লাঞ্চের পর ক্যামেরন গ্রিন ও অ্যালেক্স ক্যারি যথাক্রমে ২২ ও ১৬ রানে নট আউট থেকে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। দুই ওপেনার ট্রাভিস হেড ২৯ ও জ্যাক ওয়েদারাল্ড ৩৪ রান করে অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা ভাল করেছিলেন। কিন্তু এরপরই নাটক শুরু হয়। পরপর ফিরে যান স্টিভ স্মিথ (১২), খোয়াজা (৬) ও মার্নাস লাবুশেন (৩৭)।

লাবুশেন যখন রান আউট হলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান ছিল ১২১/৫। উত্তেজক নাটকের আশায় নড়েচড়ে বসেছিল সিডনির গ্যালারি। কিন্তু গ্রিন আর ক্যারি সেই নাটকের আশায় জল ঢেলে দেন। এর আগে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়েছিল ৩৪২ রানে। এদিন তারা ৪০ রান যোগ করতে পেরেছিল। আগের দিনের নায়ক বেথেল টঙের বলে ফিরে যান ১৫৪ রানে। ২৫৪ বলের ইনিংসে ১৫টি চার। মিচেল স্টার্ক তাঁকে ফিরিয়ে দিলেও ব্রুকের পর বেথেলকে এখন ইংল্যান্ডের আগামী দিনের তারকা বলা হচ্ছে।

এদিন খোয়াজা যখন শেষবার টেস্টে ব্যাট করতে নামেন, ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা তাঁকে গার্ড অফ অনার দেন। প্রায় একপেশে সিরিজে গড়ে ৮৬ হাজার লোক হয়েছে প্রতিদিন। ফলে সামগ্রিকভাবে এটা সফল সিরিজই। কিছু প্রশ্ন অবশ্য থেকে গেল বাজবলের ভবিষ্যত নিয়ে। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস আর কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের কপালে কি আছে সেটাও দেখতে আগ্রহী ক্রিকেট ভক্তরা।

আউট হয়ে ফিরছেন খোয়াজা। টেস্ট ক্রিকেটে এই শেষ। বৃহস্পতিবার।

১৫ বলে হাফ সেঞ্চুরি, রেকর্ড সরফরাজের

জয়পুর, ৮ জানুয়ারি : একজন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে সেঞ্চুরি করেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে দলে জায়গা পাননি। অন্যজন নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে জবাব দিচ্ছেন। তবুও নির্বাচকদের মন পাননি। প্রথমজন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় এবং অন্যজন সরফরাজ খান। বৃহস্পতিবার জয়পুরে গোয়ার বিরুদ্ধে দল ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ার পর ১৩১ বলে অপরাজিত ১৩৪ রান করে মহারাষ্ট্রকে লড়ার মতো স্কোরে পৌঁছে দেন ঋতুরাজ। ৮টি চার ও ৬টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ৯৫ ইনিংসে ৫০০০ রান পূর্ণ করেন। বিশ্ব ক্রিকেটে দ্রুততম এই নজির। অন্যদিকে, 'ব্রাত্য' সরফরাজ কয়েকদিন আগে ১৫৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলার পর মুম্বইয়ের হয়ে এদিন মাত্র ১৫ বলে হাফ সেঞ্চুরির নজির গড়লেন। বিজয় হাজারেতে এটাই দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত ২০ বলে ৬২ করেন সরফরাজ। হার্দিক পান্ডিয়াও দুরন্ত ফর্মে। এদিনে বরোদার হয়ে ৩১ বলে ৭৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি।

হরমন-স্মৃতি দ্বৈরথে আজ শুরু ডব্লুপিএল

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : মেয়েদের আইপিএলের বোধন শনিবার। নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি গতবারের চ্যাম্পিয়ন দু'বারের ট্রফি জয়ী মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি। মুম্বই অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও আরসিবি-র দলনেত্রী স্মৃতি মান্ধানার দ্বৈরথই টুর্নামেন্টের বোধনে অন্যতম আকর্ষণ। হরমন, স্মৃতিরা ঐতিহাসিক ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের হ্যাংওভার থেকে এখনও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। তার মধ্যেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মেয়েদের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের চতুর্থ সংস্করণ। সামনেই আরও একটি বিশ্বকাপ। মাত্র পাঁচ মাস পরেই ইংল্যান্ডে টি-২০ বিশ্বকাপ। তার মহড়া শুরু হচ্ছে ডব্লুপিএলেই।

হরমনের নেতৃত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স খাতায়-কলমে সেরা দল। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক নাট শিভার-ব্রান্ট এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেলি ম্যাথুজের মতো তারকা রয়েছে দলে। অধিকাংশ ক্রিকেটারকে ধরে রেখে এবার নিলামে গিয়েছিল মুম্বই। নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কের, অস্ট্রেলীয় মিলি ইলিংওয়ার্থ এবং ভারতীয় অলরাউন্ডার আমনজ্যোত কৌররাও থাকছেন। ফলে প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে মাথাব্যথাও রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের।

হরমনপ্রীতদের ট্রফির খিদের পাশে স্মৃতির আরসিবি-র লড়াই দু'বছর পর খেতাব পুনরুদ্ধারের। স্মৃতির ফর্ম নিয়ে কখনও সংশয় নেই। অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার গ্রেস হ্যারিস, দক্ষিণ আফ্রিকার নাদিনে ডি ক্লার্কদের সঙ্গে বাংলার রিচা ঘোষ, ভারতীয় তারকা পূজা বস্ত্রকর, অরুন্ধতি রেড্ডিরা আরসিবি-র অন্যতম সেরা অস্ত্র। স্পিন বিভাগে শ্রেয়ঙ্কা পাতিল, রাধা যাদবরাও দলের গভীরতা বাড়াচ্ছেন। এবার এলিস পেরিকে পাবে না আরসিবি। দিল্লি যেমন পাবে না অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে। তবে বিকল্প রয়েছে তাদের হাতে।

ব্রুককে সতর্ক করল ইসিবি

সিডনি, ৮ জানুয়ারি : শেষবারের মতো সতর্ক করা হয়েছে হ্যারি ব্রুককে। ভারতীয় মুদ্রায় তাঁর ৩৬ লাখ টাকা জরিমানাও হয়েছে। অ্যাসেজে নামার আগে নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেখানে প্রথমবার দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে এক বাউন্সারের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছিলেন তিনি। ব্রুক জোর করে একটি নাইট ক্লাবে ঢুকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাউন্সার তাঁকে বল প্রয়োগ করে বাধা দেন। এই ঘটনায় ইসিবি ব্রুককে সর্বোচ্চ জরিমানা করেছে। অ্যাসেজের মাঝখানেও ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের অসংযত আচরণ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে নোসায় সফরের মাঝে ছুটি কাটানোর সময়। নিউজিল্যান্ডে বর্ষবরণের রাতে ব্রুক মদ্যপান করে ছিলেন বলে বাউন্সার তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। অসংযত বেন ডাকেটের ছবিও ওই সময় সামনে এসেছিল।

ফ্যাব ফোরের নতুন প্রজন্মে যশস্বীই সেরা

বলছেন মার্ক ও

সিডনি, ৮ ডিসেম্বর : বহু চর্চিত ফ্যাব ফোর এখন অস্তমিত সূর্য। বিরাট কোহলি দারুণ ছন্দে থেকেও টেস্টের রাজ্যপাট থেকে অবসর নিয়েছেন। কেন উইলিয়ামসন কখন খেলেন আর কখন খেলেন না ঠিক নেই। স্টিভ স্মিথ রান পেলেও প্রশ্নের সামনে পড়ছেন, আর কত দিন। একমাত্র জো রুট দারুণ ছন্দে রয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল ফ্যাবদের পরবর্তী প্রজন্ম হিসাবে কাদের ধরতে হবে? নাম আসছে শুভমন গিল, হ্যারি ব্রুক, রাচিন রবীন্দ্র ও যশস্বী জয়সোয়ালের। শুভমন ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে নিজেকে অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। ব্রুককে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার দরকারই পড়ে না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে রেখেছে তাঁর অপরিণত মানসিকতা। রাচিন ইতিমধ্যেই নিজেকে উত্তেজক অলরাউন্ডার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। কিন্তু ধারাবাহিকতা নেই। এই আবহে যখন প্রাক্তন গ্রেট মার্ক ও-কে ফ্যাব ফোরের সেরা খুঁজতে বলা হল, তিনি নাম করলেন যশস্বীর।

মার্ক বলেন, ব্রুক, যশস্বী আর রাচিন রানের মধ্যে আছে। কিন্তু আমি সবার আগে যশস্বীর নাম করব। সবে ২৫। কিন্তু এর মধ্যে টেস্টে দুশো করা হয়ে গিয়েছে। গড় পঞ্চাশের সামান্য কম। ওর মধ্যে কিছু একটা আছে। ২৮ টেস্টে ২৫১১ রান করা হয়ে গিয়েছে মুম্বই ব্যাটারের। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সেঞ্চুরিও রয়েছে। সাতটি টেস্ট সেঞ্চুরির মধ্যে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি।

মৃত্যুঞ্জয়ী মার্টিন বাড়ি ফিরলেন

গোল্ড কোস্ট, ৮ জানুয়ারি : মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে পেলেন নতুন জীবন! জীবনের যুদ্ধেও জিতলেন ড্যামিয়েন মার্টিন। সুস্থ হয়ে বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট বলেছেন, অগণিত ভক্তদের ভালবাসা ও প্রার্থনায় ফিরে এসেছে মার্টিন। ওর পরিবার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। এর থেকে ভাল কিছু আর হতে পারে না। সংক্রমণকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়েছে। মার্টিনের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে। বক্সিং ডে'তে অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল মার্টিনকে। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কোমায় চলে গিয়েছিলেন তিনি।

তিলকের অস্ত্রোপচার, টি-২০ সিরিজে অনিশ্চিত

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ধাক্কা খেল ভারত। অস্ত্রোপচারের কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিলক ভার্মা। জানাল বিসিসিআই। ২১ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। বুধবারই অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে তিলককে। তবে বোর্ড যায় বলুক, আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হল। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড সূত্রের দাবি, বিশ্বকাপে তিলকের খেলা নিয়ে সংশয় নেই। ৩-৪ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে তিলকের পরিবর্ত হিসেবে দৌড়ে এগিয়ে শ্রেয়স আইয়ার। ২৩ বছর বয়সি বাঁ-হাতি ব্যাটার রাজকোটে হায়দরাবাদের হয়ে খেলার সময় তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। স্ক্যান করার পর তিলকের অণ্ডকোষে সমস্যা ধরা পড়ে। যে কারণে দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা। তিলকের সফল অস্ত্রোপচার হয়। তাঁকে তিন থেকে চার সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফলে টি-২০ সিরিজে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই। বিসিসিআই-এর এক কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন, ৩১ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ ম্যাচের আগেই তিলক সুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তিনি বলেছেন, ছোট অস্ত্রোপচার। সুস্থ হতে তিন সপ্তাহের বেশি লাগা উচিত নয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-২০'র আগে তিলক ফিট হয়ে যেতে পারে। তবে টি-২০ বিশ্বকাপে তাঁকে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে।